জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

অর্জুন শুভেচ্ছা

বাংলার মেয়ে অনুষ আগরওয়াল অর্জুন পুরস্কার পেয়েছে। তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অনুষের কৃতিত্ব দেশের তরুণ ক্রীড়াবিদদের অনুপ্রাণিত করবে

রেকর্ড জয়

বিশ্বের ইতিহাসে নতুন রেকর্ড। বাংলাদেশে পর পর পঞ্চমবার প্রধানমন্ত্রী পদে বসতে চলেছেন শেখ হাসিনা। কাল শপথ ২২২ আসনে জয়ী আওয়ামি লিগের

কর্নাটকে ৪ বছরের শিশুকে খুন করে ব্যাগে ভরে নিয়ে গেল মা

নামবদলের রাজনীতি, ফের যোগী রাজ্যের গাজিয়াবাদ

বর্ষ - ১৯, সংখ্যা ২৩৯ ● ১০ জানুয়ারি, ২০২৪ ● ২৪ পৌষ ১৪৩০ ● বুধবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 19, Issue - 239 ● JAGO BANGLA ● WEDNESDAY ● 10 JANUARY, 2024 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

অসময়ে চলে গেলেন উস্তাদ রশিদ খান

প্রতিবেদন : চলে গেলেন ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের কিংবদন্তি উস্তাদ রশিদ খান। মঙ্গলবার বেলা ৩টে ৪৫ মিনিটে দক্ষিণ কলকাতার ইএম বাইপাস লাগোয়া এক বেসরকারি হাসপাতালে ঘনিয়ে আসে তাঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্ত। মাত্র ৫৫ বছর বয়সে। ২২ নভেম্বর থেকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। মঙ্গলবার সকালে তাঁকে ভেন্টিলেশনে দেওয়া হয়েছিল। দেশের গর্ব এই সঙ্গীতশিল্পীর মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জয়নগরের সভা সেরে

Abhishek Banerjee @abhishekaitc · 1h

It is with profound grief that we mourn the loss of music maestro Ustad Rashid Khan.

His immeasurable contributions to Indian classical music have left an indelible mark on our cultural heritage.

My thoughts and prayers are with his loved ones during this difficult time.

36 168 263 4,910

■ প্রয়াত রশিদ। উস্তাদের স্ত্রী–পুত্রকে পাশে রেখে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর। পাশে অভিষেকের ট্যুইট

নবান্নে পৌঁছেই দুঃসংবাদ পান। তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে চলে আসেন তিনি। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমার এক আপনজন হারিয়ে গেল। কথা বলতে গিয়ে আবেগরুদ্ধ হয়ে পড়ে তাঁর কণ্ঠ। তাঁর কথায়, ভাবতে পারছি না রশিদ নেই। গত ২-৩ বছর ট্রিটমেন্ট চলছিল। সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছিলাম আমরা। ও প্রায়ই ভয়েস মেসেজ পাঠাত আমাকে। দেখতে চাইত আমাকে। ইউকে থেকেও ভয়েস মেসেজ পাঠাত। হাসপাতালে স্ত্রী, সন্তানদের পাশে দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা দেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন সন্ধ্যায় নিজের এক্স হ্যান্ডেলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শোকবার্তায় লিখেছেন, ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের জগতে এ এক অপূরণীয় ক্ষতি। তিনি তাঁর গায়কি ও সুরের মধ্যে দিয়ে সাংস্কৃতিক জগতে যে অবদান রেখেছেন তা চিরকাল থেকে যাবে। (এরপর ১১ পাতায়)

ভোট তাই চলছে রামমন্দিরের গিমিক

বিজেপির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াইয়ের ডাক মুখ্যমন্ত্রীর

নকিবউদ্দিন গাজি ● জয়নগর

লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে জয়নগরের সভা থেকেই বিজেপির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াইয়ের ডাক দিলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, বিজেপিকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়ব না। নেত্রী বলেন, বিজেপি বাংলায় বিভাজনের রাজনীতি করছে। ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করাটাই ওদের কাজ। কিন্তু আমি এখানে বিভাজন করতে দেব না। বাংলা শান্তির জায়গা। লোকসভা নির্বাচনের আগে রামমন্দির নিয়ে বাজার গরম করা গিমিক ছাড়া আর কিছুই নয়। সাফ কথা নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মঙ্গলবার জয়নগরের সরকারি পরিষেবা প্রদানের মঞ্চে একদিকে যেমন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করলেন। একই সঙ্গে তৃণমূল নেত্রী হিসেবে বুঝিয়ে দিলেন লোকসভা নির্বাচনে এই বাংলায় বিজেপিকে দাঁত ফোটাতে দেবেন না।

এদিন বিজেপির এজেন্সি রাজনীতি নিয়েও সরব ছিলেন নেত্রী। তিনি বলেন, এজেন্সি দিয়ে তৃণমূল নেতাদের গ্রেফতার করিয়ে এলাকা দখলের যে ছক বিজেপি করেছে তা সফল হবে না। তাঁর কথায়, ভোটের আগে বিজেপির এজেন্সিরাজ। বিরোধী নেতাদের ধরে জেলে পুরে একতরফা নির্বাচন করতে চাইছে। এদিন বাংলার প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনার নিয়েও সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। (এরপর ১১ পাতায়)

■ জয়নগরের বহড়ু। মানুষের মাঝে মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার।

এক নজরে

- ৭০০ কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন, ১৪৬টি নতুন প্রকল্পের শিলান্যাস
- জয়নগরের সভায় ২০ হাজার উপভোক্তাকে সরকারি পরিষেবা প্রদান
- বাংলায় ৬৬ হাজারের বেশি প্রকল্প পাড়ায় সমাধানে নেওয়া হয়েছে
- ৫০ লক্ষ বাড়ি তৈরি। কেন্দ্রের কাছে বকেয়া ২৯ হাজার কোটি টাকা
- চলতি বছরেই ৫৭ হাজার কোটি টাকায় ১৯ লক্ষের বাড়ি বাড়ি জল
- কৃষক ও মৎস্যজীবীর মৃত্যুতে পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য
- ৩ কোটির বেশি ঐক্যশ্রী, সংখ্যালঘু টেক্সটাইল হাব মেটিয়াবুরুজে
- ২০২২-২৪, এই দুই অর্থবর্ষে ২৪ হাজার গ্রামীণ রাস্তা
- ৮.৫ লক্ষ কর্মদিবস, ২.৫৭ লক্ষ কর্মসংস্থান পথশ্রী প্রকল্পে

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

নিষ্ঠুর লজ্জা

সভ্যতার এক নিষ্ঠুর লজ্জা
লজ্জা যখন পাতে লজ্জার শয্যা
কে করলো পাপ?
পরিণতি কার?
শিশু হত্যা!

সভ্যতার এ কী নিষ্ঠুর দংশন!
সভ্যতা যখন সভ্যতার পতন
কে ঘটালো অনর্থ?
এর কি অর্থ
নিষ্ঠুরতা।।

সভ্যতার এ কী পাপাচার
পাপ যখন পাপের বড় আহার
পাপিদের জয় কেন?
কুলির পাপ
নীরবতা!

সভ্যতার সত্যতা ঘুরে দাঁড়াও
সভ্যতা মানুষকে জাগাও
কোনো ক্ষমা নেই
প্রতিবাদ হোক
প্রতিবাদ।।

বিলকিসের জয় আসলে তৃণমূলের জয়

প্রতিবেদন : বিলকিস মামলায় জয় আসলে তৃণমূলেরই জয়। রীতিমতো যুক্তি দিয়ে একথা স্পষ্ট করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিলকিস বানো গণধর্ষণ কাণ্ডে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে সোমবারই স্বাগত জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার, একে তৃণমূলের বিরাট জয় বলে বর্ণনা করেন তিনি। কারণ, বিলকিসের ধর্ষকদের ছেড়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ মহুয়া মৈত্র। সেই মামলায় জয় মিলেছে। যা তৃণমূলেরও বিরাট জয়। সোমবার, বিলকিসের ধর্ষকদের ছাড়া পাওয়ার বিষয় নিয়ে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন জয়নগরের প্রশাসনিক সভা থেকে মমতা বলেন, বিলকিস বানোর মামলায়, ধর্ষকদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের দলের মহুয়া মৈত্র, যিনি সাংসদ ছিলেন, জোর করে যাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এই মামলা কিন্তু তিনিই করেছিলেন। মামলায় একটি পক্ষ ছিলেন তিনি। এটা কিন্তু তৃণমূলের বিরাট জয়।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়ে দেন, আমরা ধর্ষকদের প্রশ্রয় দিই না। মানুষকে বিচার দিই আমরা। কেউ কেউ মিথ্যাচার করে বেড়াচ্ছে। সারাজীবন মানুষের কাজ করে এলাম। আমি মানুষের নেতা নই, আমি কর্মী। মানুষ আমার নেতা। আমি মানুষের পাহারাদার। কেউ বিপদে পড়লে, আপনাদের বলতে হয় না, আমরা ছুটে যাই। অন্যরা রাজনীতি করে। আমরা মানুষের পাশে থাকি। তৃণমূল কংগ্রেস এখানেই অন্যদের চেয়ে আলাদা।

২
১০ জানুয়ারি ২০২৪
বুধবার

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

10 January, 2024 • Wednesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৬৯৩ জোব চার্নক (১৬৩০-১৬৯৩) এদিন মারা যান। তাঁর নেতৃত্বে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এসে পৌঁছয় সুতানুটির ঘাটে। তারও প্রায় ষাট বছর পরে ব্রিটিশরা গোবিন্দপুর গ্রামে নতুন ফোর্ট তৈরি শুরু করে। তখন থেকে কলকাতার নগরায়ণের সূচনা। ব্যক্তি হিসেবে তিনি খুব সুবিধের ছিলেন না। এর আগে পাটনায় তিনি নানা বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং বাংলার কাশিমবাজার কুঠিতে কাজ করার সময় স্থানীয় ব্যবসায়ীদের টাকাপয়সা আত্মসাৎ ও নারীঘটিত কেলেঙ্কারির অভিযোগে সেখান থেকে পালিয়ে তিনি হুগলি কুঠিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। মোঘলদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটির কারণে চার্নক হুগলির মোঘল সুবাদারের আড়তের উপর গোলাগুলি চালিয়ে, আগুন লাগিয়ে দেন। ভারতের ইতিহাসে সেই প্রথম মোঘলদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের অস্ত্রধারণ এবং সেটার সূচনা করেছিলেন চার্নকই। সঙ্গের ছবিটি কলকাতার সেন্ট জনস চার্চে চার্নকের সমাধির।

১৯০৮ বিনয় মুখোপাধ্যায় (১৯০৮-২০০২) এদিন ঢাকার ফেগুনামারে জন্মগ্রহণ করেন। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রশাসক। হিমাংশু দত্তের মৃত্যু গীতিকার হিসেবে তাঁর জীবনে দাঁড়ি টেনে দেয়। 'যুগান্তর' পত্রিকায় সাংবাদিকতা করতেন। ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকে দীর্ঘদিন কাজ করেন। সেই সূত্রে ১৫ অগাস্ট, ১৯৪৭-এর প্রাক্কালে সোদপুরে গান্ধীজির কাছে বাণী চাইতে গিয়ে খালি হাতে ফিরে আসতে হয়েছিল।

১৯৮২ সুধীন দাশগুপ্ত (১৯২৯-১৯৮২) এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পুরো নাম সুধীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। প্রখ্যাত সুরকার, পূর্ব-পশ্চিম মিলেছিল তাঁর সুরে। এদিন বিকেলে বাণীচক্র থেকে গান শিখিয়ে ফিরলেন। স্ত্রী তখন হার্ট অ্যাটাকে শয্যাশায়ী। ফিরে চিকেন পকোড়া বানালেন। তার পর বাথরুমে ঢুকে বাথটবে বসে চার লাইন গানও লিখলেন। তখনই স্ট্রোকগুলো হল। আর উঠতে পারলেন না। দরজা ভেঙে বের করা হয় তাঁকে। সুধীনের মৃত্যুর পর তীব্র অর্থকষ্টের মধ্যে পড়ে তাঁর পরিবার। প্রায় পঞ্চাশটির কাছাকাছি বাংলা ছবিতে গান লেখা, সুর করা শিল্পীর স্ত্রীকে এক সময় দরজায় দরজায় ঘুরে শাড়ি বিক্রি করতে হয়েছিল।

১৯৩০ বাসু চট্টোপাধ্যায় (১৯৩০-২০২০) এদিন রাজস্থানের অজমেঢ় শহরে জন্মগ্রহণ করেন। কিংবদন্তি চলচ্চিত্র পরিচালক এবং চিত্রনাট্যকার। বলিউডের বাণিজ্যিক ছবির জমানায় বাস্তবকে সিনেপর্দায় তুলে ধরেছিলেন বাসু চট্টোপাধ্যায়। সত্তরের দশকে ভিন্ন ধারার ছবির এক নিদর্শন রেখেছিলেন তিনি। অমিতাভ বচ্চন, রাজেশ খান্না, দেব আনন্দ, মিঠুন চক্রবর্তী স্টার বা হিরো নয়, মানবিক নায়ক হয়ে উঠেছিলেন তাঁর ভাবনায়। তাঁর পরিচালিত বিখ্যাত সিনেমাগুলি হল 'সারা আকাশ', 'পিয়া কে ঘর', 'খাট্টা মিঠা', 'চক্রব্যূহ', 'বাতো বাতো মে', 'জিনা ইহা', 'আপনে পেয়ারে'। দূরদর্শনে প্রচারিত জনপ্রিয় টিভি সিরিজ 'ব্যোমকেশ বক্সী' এবং 'রজনী'ও তাঁরই পরিচালনা।

১৯৫০ সুচিত্রা ভট্টাচার্য (১৯৫০ - ২০১৫) বিহারের ভাগলপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। মেয়েরা কি শুধুমাত্র বাড়িতেই বসে থাকবে? সমাজের স্বাধীন গর্জন কবে শোনা যাবে মেয়েদের মুখে? এখানেই বারবার আঘাত করে গেছেন লেখিকা সুচিত্রা ভট্টাচার্য। সৃষ্টি করেছেন 'মিতিন মাসি' নামক এক মহিলা গোয়েন্দা চরিত্র। তাঁর 'দহন' উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে ১৯৯৭ সালে চিত্র-পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ নির্মাণ করেন বাংলা চলচ্চিত্র।

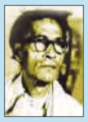

১৯০১ তিমিরবরণ (১৯০১-১৯৮৭) এদিন কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রখ্যাত সরোদশিল্পী ও ভারতীয় বৃন্দবাদনের অন্যতম পথিকৃৎ। মঞ্চে ও চলচ্চিত্রে সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। উদয়শঙ্করের নাচের দলেও সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন। রবীন্দ্রভারতীর সঙ্গীত বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। পেয়েছেন সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার, আলাউদ্দিন পুরস্কার ও বিশ্বভারতীর দেশিকোত্তম সম্মান।

১৯২৪ সবিতাব্রত দত্ত (১৯২৪-১৯৯৫) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। 'নবনাট্য' যুগের বিশিষ্ট অভিনেতা ও গায়ক। 'চারণকবি মুকুন্দদাস' ছবিতে নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন। সংহতির প্রসারে, দেশপ্রেমের প্রচারে যেখানেই ডাকা হত সেখানেই যেতেন এই 'স্বদেশি গান গাইয়ে'। অবস্থাবিশেষে মাইক ছাড়াই উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠতেন 'ছেড়ে দাও রেশমি চুড়ি' বা 'ভয় কী মরণে' কিংবা 'চল চল ভারত সন্তান, মাতৃভূমি করে আহ্বান'।

১৯৭২ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন দিবস। এই দিনে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি পাকিস্তানের কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠ থেকে মুক্তি লাভ করে তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশে ফিরে আসেন।

১৯৬৭ রাধাবিনোদ পাল (১৮৯৬-১৯৬৭) এদিন প্রয়াত হন। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতের বিচারক ছিলেন। জাপানের আন্তর্জাতিক আদালতে (১৯৪৬-১৯৪৮) তিনি একমাত্র বিচারক যিনি যুদ্ধকালীন জাপান সরকারকে যুদ্ধাপরাধী সাব্যস্ত করেননি।

পাটির কর্মসূচি

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় বিষ্ণুপুর বিধায়ক তন্ময় ঘোষের সহযোগিতায় বেলশুলিয়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনায় পানশিউলি আট চালায় শীতবস্ত্র প্রদান করা হল।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-৮৯৯

১		২	■	৩	■	■	■
	■	৪				৫	■
৬			■		■		■
	■	■	■	৭			৮
৯	১০		১১	■	■	■	
■		■		■	১২		
■	১৩					■	
■	■	■		■	১৪		

পাশাপাশি : ১. এতেও অরুচি হয় ৪. কুবাক্য, গালি ৬. আবর্জনা ৭. সৈন্য, ফৌজ ৯. তাপ প্রদান ১২. ছিন্ন, ভাঙা ১৩. পুজোর ঘর ১৪. উপসেবা।

উপর-নিচ : ১. দেশময় বিশৃঙ্খলা বা সুশাসনের অভাব ২. পরশু ৩. এখনকার দিনে ৫. দোজখ ৮. রুপোর পাহাড় ১০. সিঁড়ি ১১. কাহিনির মুখবন্ধ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ৮৯৮ : পাশাপাশি : ১. গঙ্গাযমুনা ৪. ক্ষমতা ৫. জন্মগত ৬. অলিগলি ৮. দাওয়া ৯. হরিচন্দন। **উপরনিচ :** ১. গতায়ত ২. যথার্থ ৩. নাচওয়ালি ৫. জলপ্রবাহ ৬. অবদান ৭. খরচ।

৯ জানুয়ারি কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬২৮০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬৩১০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬০০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	৭২২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	৭২৩০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৪.২৬	৮২.৯৭
ইউরো	৯২.১৭	৯০.৫৪
পাউন্ড	১০৭.১১	১০৫.৩৪

নজরকাড়া ইনস্টা

■ দিতিপ্রিয়া রায়

■ ইমন চক্রবর্তী

সম্পাদক : সুখেন্দুশেখর রায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও সরস্বতী প্রিন্ট ফ্যাক্টরি প্রাইভেট লিমিটেড ৭৮৯, চৌভাগা ওয়েস্ট, চায়না মন্দিরের কাছে, কলকাতা ৭০০ ১০৫ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SUKHENDU SEKHAR RAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Saraswati Print Factory Pvt. Ltd. 789 Chowbhaga West, near China Mandir, Kolkata 700 105 Regd. No. WBBEN / 2004/14087 • Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A , A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

10 January, 2024 • Wednesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

জয়নগরে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানের কয়েক ঝলক

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

10 January, 2024 • Wednesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নির্লজ্জ

কখনও

e-mail থেকে চিঠি

কষে থাপ্পড়

২০২২ সালের ১৫ অগাস্ট ৭৬তম স্বাধীনতা দিবসে বিলকিসকাণ্ডে সাজাপ্রাপ্ত ১১ জনকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় গুজরাত সরকার। তার আগে, মুক্তির জন্য আদালতে আবেদন জানিয়েছিলেন ওই ধর্ষণের মামলায় সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীরা। সেই আবেদনের ভিত্তিতে গুজরাত সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছিল আদালত। বিজেপি শাসিত গুজরাত সরকার ১১ অপরাধীর মুক্তির পক্ষে সওয়াল করেছিল। জেলে 'ভাল আচরণ' করার কারণে ১১ জনকে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের ছাড়পত্রও মিলেছিল। মুক্তির পর স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ওই অপরাধীদের সংবর্ধনা দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ওই ১১ জন ধর্ষকের মুক্তির বিরোধিতা করে শীর্ষ আদালতে পিটিশন দাখিল করেছিলেন বিলকিস বানো। সোমবার তারই শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, ১১ জন ধর্ষককে মুক্তির যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল গুজরাত সরকার, তা এক্তিয়ারবহির্ভূত। বিচারপতি বি ভি নাগরত্ন এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুয়ানের পর্যবেক্ষণ, জালিয়াতি করে ধর্ষকদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। আদালতের নির্দেশে তাই জেলেই ফিরতে হবে ওই ১১ জনকে। বিলকিস বানোর গণধর্ষণ ও পরিবারের সদস্যদের হত্যায় সাজাপ্রাপ্ত ১১ জনের মেয়াদ শেষের আগেই মুক্তি বেআইনি। শীর্ষ আদালতের সঙ্গে জালিয়াতি করেছিল সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীরা। তাদের বেআইনি কাজে হাত মেলায় গুজরাতের বিজেপি সরকারও। অন্য রাজ্যের এক্তিয়ারকে বাইপাস করে নেওয়া হয়েছিল সিদ্ধান্ত। গুজরাত সরকার নিজেদের ক্ষমতার চূড়ান্ত অপব্যবহার করেছে। সোমবার সরাসরি একথা জানিয়ে বিলকিস বানো মামলায় ধর্ষক-হত্যাকারীদের আগাম মুক্তির সরকারি সিদ্ধান্ত খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট জেল কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে ওই ১১ জনকে। লোকসভা ভোট ঘোষণা হতে আর দু'মাসও বাকি আছে কি না সন্দেহ। তার আগে গুজরাত সরকারের এই বড় ধাক্কায় অস্বস্তি বেড়েছে মোদি শাহেদের। ১১ জনের মুক্তির পরেই বিষয়টি নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল দেশজুড়ে। বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক শুরু হতেই গুজরাত সরকার সাফ জানায়, জেলে ওই ১১ জন ধর্ষক এবং খুনি 'ভাল আচরণ' করেছেন, সেই কারণেই কমানো হয়েছে সাজার মেয়াদ। যদিও সরকারি তথ্য বলছে 'অন্য কথা'। ১১ জনের মধ্যে ১০ জনই বিভিন্ন সময়ে প্যারোলের নিয়মভঙ্গ করেছেন বলে অভিযোগ। মুখ পুড়েছে বিজেপির। তাতেও লজ্জা নেই।

— তানিয়া রায়, সোদপুর, উত্তর ২৪ পরগনা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
editorial@jagobangla.in

বাঙালি বিদ্বেষী, বঙ্গ বিরোধী বিজেপি
বাংলা থেকে দূর হঠো

বিজেপি বরাবর বাঙালি-বিদ্বেষী, বাংলা-বিদ্বেষী। কেন এমন কথা? বিশ্লেষণে শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজের অধ্যাপক **অর্ণব সাহা**

২০২১-এর বিধানসভা ভোটের আগে দিল্লি থেকে আসা পরিযায়ী বিজেপি-নেতারা হুঙ্কার ছেড়েছিলেন— "আব কি বার, ২০০ পার"। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার মানুষ মাত্র ৭৭ আসনে আটকে দিয়েছিল তাঁদের দৌড়। সেই ১৯৪৬-এ পরাধীন ভারতে অবিভক্ত বাংলার শেষ প্রাদেশিক আইনসভার ভোটে হিন্দু মহাসভা পেয়েছিল মাত্র তিনটি আসন। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় জনসংঘ তৈরি হওয়ার পরবর্তী তিন দশক এবং ১৯৮০ সালে বিজেপি গঠিত হওয়ার পরে, আজ সাড়ে চার দশকেও বাংলার মাটিতে, বাঙালির কাছে নিজেদের আদৌ গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারেনি বিজেপি ও সংঘ-পরিবার। আজও বাঙালির চোখে বিজেপি মূলত হিন্দি-বেল্ট বা গোবলয়ের পার্টি। বাঙালির ডিএনএ-তে বিজেপির সংকীর্ণ হিন্দুত্ববাদ নেই। বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি, বাঙালি মনীষীদের বাণী ও রচনা খুঁটিয়ে পড়লেই বোঝা যায়, বিজেপি বাঙালিকে বোঝে না, সে বাঙালির উচ্চ মেধা ও সংস্কৃতিকে মেনে নিতে পারে না। ফলত, বাংলাও তাদের খালি হাতে ফেরায় বারবার।

আমরা সকলেই জানি, কৃত্তিবাসী রামায়ণ আদি বাল্মীকি রামায়ণ অনুসারে লেখা হলেও সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী ভক্তিবাদী আন্দোলনের প্রভাবে কৃত্তিবাসের রামায়ণ বহু ক্ষেত্রেই সংস্কৃত রামায়ণ থেকে সরে এসেছে। এতে বাঙালির সাংস্কৃতিক নিজস্বতা এতটাই আরোপিত হয়েছে যে, কাব্যের মূলরস, প্রধান চরিত্রসমূহ অনেকাংশেই পালটে গিয়েছে। সংস্কৃত রামায়ণে শৃঙ্গার, বীর, করুণ, শান্তরস মুখ্য। কিন্তু বাংলা রামায়ণে 'বীররস' প্রায় অনুপস্থিত। বাল্মীকি রামায়ণের মতো বাঙালি রাম 'হাইপারম্যাস্কুলিন' নন, তিনি অনেক বেশি আবেগী, স্ত্রীবশ্য ও কিছুটা ভীতুও বটে। রাজ্যাভিষেকের আগে রামচরিত্রে দেখি দ্বিধাদুর্বলতা, একইসঙ্গে আসন্ন বিপদসমূহের আশঙ্কা— "আমি রাজ্য পাইব বিমাতা চিন্তান্বিতা।।/ কোন্ যুক্তি কুঁজি দিল বিমাতার তরে।/ না জানি বিমাতা আজ কোন্ যুক্তি করে"।। সীতার প্রতি রামের মনোভাবেও ক্ষত্রিয়সুলভ দার্ঢ্য নেই। ইন্দ্রজিৎ 'মায়াসীতা' বধ করলে দুর্বলচিত্ত মানুষের মতোই রামের বিলাপ— "সীতা না দেখিলে আমি না পারি রহিতে।/ সীতার মরণে ক্ষমা দিব কিসে চিত্তে"। আসলে যত সময় এগিয়েছে, দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, কৃত্তিবাসী রামায়ণে বৈষ্ণব ভক্তিবাদ প্রভাব ফেলেছে এবং রাম চরিত্রটিও বদলে গিয়েছে। শাক্তভক্তির চেয়ে বৈষ্ণবভক্তিই এই অ-ক্ষত্রিয়সুলভ রামের উপর আরোপিত হয়েছে বেশি। এই বাঙালিসুলভ কোমলতার কারণেই দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন— "এখানে কামান ভাঙিয়া ফুলধনু গড়া হয়েছে"। উত্তর ভারতীয় রণংদেহী চারিত্রধর্ম এই রামের নেই। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'রামায়ণ' প্রবন্ধে লিখেছেন— "কৃত্তিবাস... প্রাদেশিক। বাঙালি মাত্র, শুধু বাঙালি"। তাই বিজেপির রাম বাঙালিকে প্রভাবিত করতে পারেনি। ডিজিটাল মিডিয়ায় যে চূড়ান্ত পৌরুষসম্পন্ন রামের দৃশ্যায়ন বিজেপির আইটি সেল করে চলেছে, তা বাঙালিকে প্রভাবিত করে না।

এবার আসি খাদ্যাভ্যাসের প্রসঙ্গে। বিভিন্ন সময়ে বিজেপির একাধিক নেতা বাঙালির আমিষ খাদ্যাভ্যাস নিয়ে বিরূপ উক্তি করেছেন। সম্প্রতি তিন রাজ্যে জয়ের পর মধ্যপ্রদেশের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব সরকারি আদেশনামা জারি করে রাজ্যের প্রকাশ্য স্থানে মাছ, মাংস, ডিম বিক্রি নিষিদ্ধ করেছেন। রাজস্থানের জয়পুরের হাওয়ামহল কেন্দ্রের বিজয়ী বিজেপি বিধায়ক বালমুকুন্দ আচার্য তাঁর বিধানসভা এলাকায় আমিষ খাবার বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। হিন্দুত্ববাদী ভাবধারার বই যাঁরা গত একশো বছর ধরে বিক্রি করছেন সেই 'গীতা প্রেস' প্রকাশিত 'আহার নিরামিষ না আমিষ?' পুস্তিকায় (২০২৩) ছত্রে ছত্রে আমিষ খাবারের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করা হয়েছে। বাঙালি হিন্দু দীর্ঘদিন যাবৎ শাক্তসাধনায় অভ্যস্ত। বাংলার অধিকাংশ মানুষ আমিষ ভক্ষণ করেন। গোবলয়ের জবরদস্তি নিরামিষ খাদ্যাভ্যাস-চাপানো সংঘী মানসিকতাকে বাঙালি কখনওই মেনে নেবে না। সংখ্যালঘু মানুষকে 'শত্রু' হিসেবে টার্গেট বানানোর জন্যই বিজেপির এই নিরামিষ-প্রীতি, এটা বাংলার মানুষ বিলক্ষণ বোঝেন।

গোটা মধ্যযুগ জুড়ে বৈষ্ণব ভাবান্দোলনের পাশাপাশি অন্যান্য ভক্তিবাদী ধারা যে সমন্বয়ী ধর্ম ও সাংস্কৃতিক সাধনার জন্ম দিয়েছে বাংলায়, তার উত্তরাধিকার বহু অপচেষ্টা সত্ত্বেও এখনও অটুট। 'ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা' বইয়ের লেখক মনীষী ক্ষিতিমোহন সেন দেখিয়েছেন, হিন্দুধর্মের ইতিহাসে অন্যকে গ্রহণ করার ক্ষমতা ও বহুমত-সহিষ্ণুতার এক দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। বিশেষত, দ্বাদশ শতকের পর "হিন্দুধর্মের বিবর্তনকে নিরপেক্ষভাবে দেখলে মহান ধর্ম ইসলামের সৃজনশীল প্রভাবকে অস্বীকার করার কোনও উপায় থাকে না"। এই সমন্বয়ী সাধনার

ডিজিটাল মিডিয়ায় যে চূড়ান্ত পৌরুষসম্পন্ন রামের দৃশ্যায়ন বিজেপির আইটি সেল করে চলেছে, তা বাঙালিকে প্রভাবিত করে না

পীঠস্থান বাংলা। বাংলার বাউল, সুফী, সহজিয়া, কর্তাভজা, সাহেবধনী ইত্যাদি অজস্র ভাবকাঠামো তন্ত্রের অন্যতম সাধনস্থল এই বাংলায় বহু শতক জুড়ে এক বিচিত্র সমন্বিত সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। গ্রামবাংলার মাজারে প্রদীপ জ্বালতে যান হিন্দু কুলবধূ, মন্দিরের বটবৃক্ষে মনস্কামনার ঢিল বাঁধেন মুসলিম যুবক। সংঘ পরিবারের সংকীর্ণ একমাত্রিক আধিপত্যবাদী রাজনৈতিক হিন্দুত্ব দিয়ে বাংলাকে উপলব্ধি করা অসম্ভব। সংঘ পরিবার যে এক দেশ, এক ধর্ম, এক ভাষা, এক নেতার ফ্যাসিবাদী দর্শনে বিশ্বাস করে, তারই বহিঃপ্রকাশ হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তানি আধিপত্যবাদ। এদের শীর্ষনেতার মিছিল থেকেই কলকাতায় বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা হয়েছিল। এদের নেতা জানেনও না রবীন্দ্রনাথের জন্মস্থান কোথায়। এই বাঙালি-বিরোধী, বাংলা-বিদ্বেষী শক্তিকে পশ্চিমবঙ্গ কখনও মেনে নেবে না।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের স্নাতকোত্তরের প্রথম বর্ষের ২ জুনিয়র চিকিৎসককে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ দ্বিতীয় বর্ষের দুই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। তাঁদের বিরুদ্ধে অশালীন আচরণ, মারধরের অভিযোগও আনা হয়েছে

কুম্ভকে দেয়, গঙ্গাসাগরে এক টাকাও ঠেকায় না কেন্দ্র : মুখ্যমন্ত্রী

একক প্রচেষ্টাতেই সফল রাজ্য

■ আউট্রাম ঘাটে ট্রানজিট ক্যাম্পের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্ত্রী পুলক রায়, সাংসদ ডাঃ শান্তনু সেন, স্বরাষ্ট্র সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী প্রমুখ।

প্রতিবেদন : রাজ্যকে শুধু ন্যায্য পাওনা থেকেই বঞ্চিত করছে না, গঙ্গাসাগরের মেলা আয়োজনের ক্ষেত্রেও বছরের পর বছর বিমাতৃসুলভ আচরণ করে চলেছে কেন্দ্রের সরকার। কিন্তু তাদের সাহায্য ছাড়াই প্রতিবছর সাগরমেলাকে একক প্রচেষ্টাতে সফল করে তুলছে রাজ্য। এই বাস্তবটাকেই মঙ্গলবার স্পষ্ট করে তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন আউট্রাম ঘাটে ট্রানজিট ক্যাম্পের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দেন, কেন্দ্রের অসহযোগিতা সত্ত্বেও রাজ্য কীভাবে সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠুভাবে এই বিশাল কর্মকাণ্ডকে সফল করে তোলে। তাঁর কথায়, কেন্দ্র কোনও সাহায্য করে না, কেন্দ্রের সাহায্য ছাড়াই প্রতি বছর গঙ্গাসাগরের মেলাকে সফলতা দিয়ে আসছে রাজ্য সরকার। তীর্থযাত্রীদের জন্য কর মকুব থেকে শুরু করে মেলার জন্য পরিকাঠামো গড়েছে রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেউ তফসিলি, কেউ উচ্চবর্ণ, কেউ বা নিম্নবর্গ হতে পারে। কিন্তু আমরা কখনও এ নিয়ে কোনও বিভাজনের রাজনীতি করিনি। আমরা সব ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাই। আমরা বলি ধর্ম যার যার। মেলা বা উৎসব সবার। দুর্গাপুজো যখন হয় তখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ আসেন। ইউনেস্কো দুর্গাপুজোকে ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজের মর্যাদা দিয়েছে। তিনি জানান, গঙ্গাসাগর মেলার ব্যাপারে ৪-৫ দফা কেন্দ্রকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। আবেদন করেছেন, কুম্ভকে জাতীয় মেলা হিসেবে ঘোষণা করে পরিকাঠামো তৈরির জন্য আর্থিক সাহায্য করেছে কেন্দ্র, কিন্তু গঙ্গাসাগরকে একটা টাকাও দেয় না। উপরন্তু তৃণমূল সরকারে আসার পর কর মকুব করে দেওয়া হয়েছে। পুণ্যার্থীদের জন্য ৫ লাখ টাকা বিমা করিয়ে রেখেছে রাজ্য সরকার। লাইট দিয়ে গোটা এলাকা সাজানো হয়েছে। খরচ হয়েছে ৮ কোটি টাকা।

গদ্দার ও বিচারপতিকে মোক্ষম জবাব তৃণমূলের

■ সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ।

প্রতিবেদন : অভিষেকের ভাতাপ্রদান নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই গদ্দার অধিকারী ও বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়কে মোক্ষম জবাব দিল তৃণমূল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের সংসদীয় এলাকা ডায়মন্ড হারবারের ১৬ হাজার প্রবীণ নাগরিককে সম্মান-শ্রদ্ধা জানিয়ে নিজের উদ্যোগে তাঁদের জন্য বার্ধক্যভাতা দিয়েছেন। যা দেখে গাত্রদাহ হচ্ছে কয়েকজনের। যেমন দলবদলু বিজেপি নেতা গদ্দার অধিকারী ও কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। গদ্দার ও বিচারপতি টাকার উৎস নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই জবাব দিতে দেরি করেনি তৃণমূলও। তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার এত ভাল কাজ করছে, কেন্দ্র চাইছে টাকা বন্ধ করে দিতে। সেই টাকা ব্লক করতে গেলে তো বাংলার মানুষের পেটে লাথি পড়ছে। ওরা ভাবছে না সেটাও। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নির্বাচনী এলাকায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন। অথচ কুৎসা করে যাচ্ছে। অভিষেকের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরেই গদ্দার অধিকারী, অমিত মালব্যরা কুৎসা করার চেষ্টা করছেন। অরূপ বিশ্বাস বলেন, যতই গদ্দার অধিকারীরা অপপ্রচার করুন, অভিষেকের কেন্দ্র মডেল হিসাবে গোটা বাংলার সামনে উঠে আসবে। বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ওঁরা আইনের একটি ধারার ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। আইপিসির ১৭১ ধারাটা তাঁরা হয়তো ভালভাবে জানেন না। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তিল তিল করে ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রকে গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। তিনি চাইছেন একটি মডেল লোকসভা হিসেবে ডায়মন্ড হারবারকে গড়ে তুলতে। তারই একটি মানবিক প্রয়াস ছিল প্রবীণ মানুষদের পাশে থাকা। অন্যদিকে, বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়কে ডায়মন্ড হারবারে অভিষেকের বিরুদ্ধে লড়ে দেখানোর খোলা চ্যালেঞ্জ জানান কুণাল। তিনি বলেন, আপনার এত কৌতূহল থাকলে বিচারপতির পদ ছেড়ে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ডায়মন্ড হারবারেই প্রার্থী হোন, অভিষেকের বিরুদ্ধে লড়ে দেখান। যদি অভিষেকের সম্পত্তি নিয়ে এত কৌতূহল, তাহলে তাঁর হলফনামাগুলো দেখে নিন না। ওখানেই তো সব পেয়ে যাবেন।

অভিষেকের ভাতাপ্রদান

চিরনিদ্রায় উস্তাদ রশিদ খান। মরদেহে শ্রদ্ধা জানিয়ে গেলেন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী উষা উথুপ। রয়েছেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও অন্যান্যরা।

মোয়ার শহরের মন জয় করে ফিরলেন মুখ্যমন্ত্রী

নাজির হোসেন লস্কর ● জয়নগর

■ হাত বাড়িয়ে শুভেচ্ছা গ্রহণ। মঙ্গলবার জয়নগরে মুখ্যমন্ত্রী।

বাঁধভাঙা অপেক্ষা। আবেগে ভাসছেন জয়নগরের জনতা। গঙ্গাসাগর থেকে কপ্টারে তিনি নামলেন মোয়ার জন্য বিখ্যাত জয়নগরের বহড়ুর দুর্গাপুরে। মঞ্চের প্রায় এক কিমি দূরে অস্থায়ী এই হ্যালিপ্যাড। দীর্ঘক্ষণ ধরে যাঁর জন্য অপেক্ষা, সেই বাংলার রূপকার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কপ্টার থেকে নেমে মঞ্চের উদ্দেশে রওনা দিলেন। ধৈর্যের অবসান। কুলপি রোডের দু'ধারে কাতারে কাতারে জনগণ হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বাংলার মেয়ের ছোঁয়া পেতে। উৎসাহী মানুষের দিকে হাত নাড়তে নাড়তে তিনিও গুটি গুটি পায়ে এগোতে থাকলেন। রাস্তায় ছোট্ট শিশুকে দেখে আদর করলেন। বয়স্কদের দেখে একটু থমকালেন, জননেত্রীর মাথায় আশীর্বাদের হাত বাড়িয়ে দিলেন অশীতিপর। সুগন্ধে ম-ম করা মোয়ার আঁতুড়ঘরের রাস্তা ধরে প্রবেশ করলেন বহড়ু উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠের অনুষ্ঠানে। এই মাটিতে ছেলেবেলা কাটিয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো কিংবদন্তিরা। মঞ্চে প্রবেশের আগেই তিনি আদিবাসী নৃত্যে খানিক কোমর দুলিয়ে নেন। মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চে পৌঁছতেই সভাস্থল থেকে উদ্বেলিত মানুষের কণ্ঠ ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে। ঢাকের আওয়াজ, উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনির মধ্যে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনিক আধিকারিকরা। 'বাংলার জল, বাংলার মাটি...' রাজ্য সঙ্গীত দিয়ে শুরু হল অনুষ্ঠান। পরিষেবা প্রদানে বাচ্চাদের হাতে টেডিবিয়ার, চকোলেট দিলেন খানিক মজা করে। মায়াময় হাতে উপভোক্তাকে পরিয়ে দিলেন চশমা। নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুরু করলেন সম্ভাষণ। মঞ্চে উপস্থিত অতিথিদের পাশাপাশি জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাসের নাম মুখে নিতেই তাঁর সমর্থকরা চেঁচিয়ে উঠলেন। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, বাহ, বাহ খুব মজা, অন্যরাও আছে যে...। এদিন উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, দিলীপ মণ্ডল, জেলা সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল, জেলাশাসক সুমিত গুপ্ত, সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল, সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী-সহ জেলার সমস্ত বিধায়ক, অন্য জনপ্রতিনিধি ও আধিকারিকরা।

এদিন জয় হো বলে জয়নগরের বিখ্যাত মোয়া তৈরির সঙ্গে যুক্ত মানুষদের সম্মানজ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী। খোঁজ নিলেন কারা কন্যাশ্রী পাচ্ছে। প্রকল্পে সুবিধাপ্রাপ্তরা সভাস্থল থেকে হাত তুলে ইঙ্গিত দিলেন তাঁরা কন্যাশ্রী। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সারাজীবন পাবেন সেই বিষয়টিও মহিলাদের নিশ্চিত করে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী। জয়নগরের মানুষের কাছে আবদার করে খেতে চাইলেন জয়নগরের মোয়া, নলেন গুড়ও। জয় বাংলা, মা মাটি মানুষের জয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ ধ্বনি শুনতে শুনতে মঞ্চ ছাড়লেন মুখ্যমন্ত্রী। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মানুষের মন জয় করে জয়নগর থেকে বের হলেন কলকাতার উদ্দেশে।

পছন্দের রুটে 'না' বলতেই বন্দুক দেখিয়ে হুমকি অটোচালককে

প্রতিবেদন : ভোরবেলা গড়িয়ার অটোচালককে বন্দুক তাক করে ভয় দেখানোর অভিযোগে গ্রেফতার করা হল দুই যুবককে। নির্দিষ্ট রুটের বদলে নিজেদের পছন্দসই জায়গায় নিয়ে যাওয়ার দাবি জানায় দুই যুবক। অটোচালক রাজি না হওয়ায় বন্দুক তাক করা হয় তাঁর মাথায়। পরে পাটুলি থানার পুলিশ গ্রেফতার করে অভিযুক্ত দুই যুবককে। মঙ্গলবার ভোর পাঁচটা নাগাদ গড়িয়া অটোস্ট্যান্ডে একটি বড় গাড়ি এসে দাঁড়ায়। তা থেকে এক মদ্যপ যুবক এসে সোনারপুর নিয়ে যাওয়ার দাবি জানায় এক অটোচালককে। অটোচালক নির্দিষ্ট রুটের বাইরে যাওয়ায় আপত্তি জানালে দু'জনের মধ্যে বচসা শুরু হয়। তখনই গাড়ি থেকে অন্য এক যুবক নেমে এসে অটোচালকের মাথায় বন্দুক তাক করে। অন্য অটোচালকরা এগিয়ে এসে বন্দুকটি ছিনিয়ে নেয় এবং দুই যুবককে ধরে ফেলে। খবর দেওয়া হয় পাটুলি থানায়। পুলিশ এসে অভিযুক্ত দুই যুবককে গ্রেফতার করে। আটক করা হয়েছে গুলিভর্তি পিস্তল। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দুই যুবকের নাম দীপায়ন দত্ত ও চিরঞ্জিত কর্মকার। একজনের বাড়ি নারকেলডাঙায়, অন্যজন বাঁশদ্রোণীর বাসিন্দা। তাদের কাছে যে পিস্তল ছিল তার আদৌ কোনও লাইসেন্স ছিল কি না, তদন্তে পুলিশ। পাশাপাশি কোথা থেকে তারা পিস্তল পেল, খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গ্রেফতার ২

রাজ্য

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হুগলির হরিপালে মন্ত্রী বেচারাম মান্না ও করবী মান্নার উদ্যোগে টুসু উৎসবে বস্ত্র বিতরণ

জিএসটি ফাঁকি রুখতে পারলে সাশ্রয় হবে লক্ষ কোটি

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে চিঠি অমিত মিত্রের

প্রতিবেদন : জি এস টি ফাঁকি রুখতে অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামানকে চিঠি লিখলেন অমিত মিত্র। রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান মুখ্য অর্থ উপদেষ্টা অমিত মিত্র চিঠিতে লিখেছেন, এই সমস্যার সমাধান খোঁজার জন্য অবিলম্বে জি এস টি পরিষদের বৈঠক ডাকার প্রয়োজন। কর ফাঁকি রুখতে পারলে লক্ষ কোটি টাকার সাশ্রয় হবে বলে চিঠিতে জানিয়েছেন অমিত মিত্র।এই অর্থ আদায় হলে রাজ্যগুলি আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান হবে। এর আগেও অমিতবাবু জি এস টি ফাঁকি রুখতে অনেকবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, প্রতি মাসে ১.৬ লক্ষ কোটি টাকা জিএসটি আদায়কে এই পরোক্ষ করব্যবস্থার সাফল্য হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। কিন্তু বিপুল পরিমাণে জিএসটি ফাঁকির যে তথ্য উঠে আসছে, তা আদতে সেই সাফল্যের সামনেই প্রশ্নচিহ্ন দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। এই কারণেই দ্রুত কর ফাঁকি রোখার উপায় খোঁজা দরকার। তা করতে পারলে লক্ষাধিক কোটি টাকার সাশ্রয় হবে এবং তা রাজ্যগুলির কাজে

আসবে বলেও মত রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর। সোমবারের চিঠিতে বিভিন্ন পরিসংখ্যান তুলে ধরে তাঁর দাবি, জিএসটি চালুর সাড়ে ছ'বছর পরেও কর ফাঁকি ঠেকানো যায়নি। বরং তা লাফিয়ে বাড়ছে। অমিত লিখেছেন, গত ৭ জানুয়ারি কেন্দ্র দাবি করেছে ২৯,২৭৩টি ভুয়ো সংস্থা বাতিল করা হয়েছে। যারা ভুয়ো বিল দেখিয়ে বা নথিভুক্তির মাধ্যমে আগে মেটানো কর ফেরত (আইটিসি) পেতে প্রায় ৪৪,০১৫ কোটি টাকা দাবি করেছে। পাশাপাশি, একটি প্রশ্নের উত্তরে গত বছর ৩১ জুলাই লোকসভায় নির্মলাই জানিয়েছিলেন, ২০২০-২১ অর্থবর্ষ থেকে ২০২৩ সালের মে মাস পর্যন্ত জিএসটি ফাঁকির ৪৩,৫১৬টি ঘটনায় ফাঁকির অঙ্ক প্রায় ২,৬৮,৫৩৭ কোটি টাকা। এমনকি, ইনফোসিস কর্তা নন্দন নিলেকানি জিএসটি পরিষদের বৈঠকে বলেন, ২০২০ সাল পর্যন্ত ৪২,৬১৮টি ঘটনায় মোট ৭০,০০০ কোটি কর ফাঁকির মধ্যে আইটিসি-ই ছিল ৩৮,৭৭১ কোটির।এই পরিমাণ আর্থিক লোকসানকে ভারতের পক্ষে বিপজ্জনক আখ্যা দিয়ে অমিতবাবুর দাবি, এই সমস্যার শিকড় অনেক গভীরে পৌঁছেছে। এটা কোনও একটি রাজ্যের সমস্যা নয়। বরং সারা দেশকেই এর ফল ভুগতে হচ্ছে। লুঠ হচ্ছে মানুষের অর্থ। তাঁর বক্তব্য, নতুন এই পরোক্ষ কর ব্যবস্থা চালুর পরে রাজ্যগুলি কর আদায় তথা রাজস্বের জন্য কেন্দ্রের উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। তাই তাদের সুরাহার জন্য দ্রুত সময় বেঁধে কর ফাঁকির সমস্যার সমাধান জরুরি। আর সে জন্য অবিলম্বে সমস্ত পক্ষকে নিয়ে জিএসটি পরিষদের বৈঠক ডাকা দরকার।

প্রয়াত প্রাক্তন নগরপাল তুষারকান্তি তালুকদার

প্রতিবেদন : প্রয়াত কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন কমিশনার তুষারকান্তি তালুকদার। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। সম্প্রতিশারীরিক অসুস্থতা নিয়ে দক্ষিণ কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। কিন্তু শেষরক্ষা হল না, মঙ্গলবার দুপুরেই প্রয়াত হন তিনি।১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত কলকাতা পুলিশের কমিশনার পদ সামলেছিলেন তুষারকান্তি তালুকদার।দীর্ঘদিন ধরে কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার। এরপর গত ৭ জানুয়ারি তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রবল শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি।মঙ্গলবার সকাল থেকে তাঁর অবস্থার আরও অবনতি হয়। এদিন সকাল ১১টা ৫৩ মিনিট নাগাদ তাঁর কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়। দুপুর ১২টা ২৫ মিনিটে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তুষারবাবু।

গতি নিয়ন্ত্রণে বিশেষ নীতি রাজ্যের

প্রতিবেদন : দেশের মধ্যে এই প্রথম। কৃতিত্ব বাংলারই। একদিকে যখন পথদুর্ঘটনার জন্য গাড়িচালকদের উপর দোষ চাপিয়ে দায় ঝেড়ে ফেলতে চাইছে কেন্দ্র, সেখানে দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে নতুন নীতি প্রকাশ করল রাজ্য পরিবহন দফতর। দুর্ঘটনা মোকাবিলায় মূলত গতি নিয়ন্ত্রণের ওপরই জোর দেওয়া হয়েছে। সেই নীতি সংকলন নিয়ে একটি বইও প্রকাশ করা হল। নাম - স্পিড ম্যানেজমেন্ট ফর এনহ্যান্সিং রোড সেফটি ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল: পলিসি ইন্টারভেনশন অ্যান্ড রোড ম্যাপ। নতুন নীতিকে প্রযুক্তির মাধ্যমে কার্যকর করতে সাহায্য নেওয়া হচ্ছে আইআইটি খড়গপুরের। মঙ্গলবার দক্ষিণ কলকাতার অহীন্দ্র মঞ্চে এক অনুষ্ঠানে এই 'স্পীড ম্যানেজমেন্ট পলিসি' ঘোষণা করেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। তাঁর কথায়, ৫৩ শতাংশ দুর্ঘটনাই ঘটে অনিয়ন্ত্রিত গতির কারণে। যে রাস্তায় যেমন গতি উপযুক্ত, সেখানে সেই গতির

■ স্পিড ম্যানেজমেন্ট পলিসি। ঘোষণা করলেন পরিবহনমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

সীমারেখা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকাগুলিকে ব্ল্যাকস্পট হিসেবে চিহ্নিত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন তিনি। তবে ২০১৪ সালের পর থেকে রাজ্যে পথদুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা যে দ্রুত কমছে তাও পরিসংখ্যান দিয়ে বুঝিয়ে দেন মন্ত্রী। মনে করিয়ে দেন, পথদুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যায় দেশের প্রথম ১০ রাজ্যের তালিকায় বাংলা নেই। মৃত্যুর সংখ্যাটা শূন্যে নামিয়ে আনাই লক্ষ্য।

চোখের চিকিৎসায় নজির শ্রমজীবী হাসপাতালের

সংবাদদাতা, হুগলি : ফের নজির গড়ল শ্রীরামপুর শ্রমজীবী হাসপাতাল। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে এবার চোখের চিকিৎসার জন্য শুরু হলো বহির্বিভাগ পরিষেবা। পাশাপাশি এখানে এবার থেকে ফেকো সাজারিও করা হবে। জানা গিয়েছে, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে খুব শীঘ্রই শুরু হবে ফেকো সাজারি। হাসপাতালের সম্পাদক গৌতম সরকার জানিয়েছেন, করোনা কালের আগে চোখের মাইক্রো সাজারি শুরু হয়েছিল এই হাসপাতালে। কিন্তু করোনার ফলে সেই পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। তবে সম্প্রতি গণ উদ্যোগে একটি মেশিনে এনে ফের ফেকো সাজারি শুরু হতে চলেছে। শ্রীরামপুর শ্রমজীবী হাসপাতাল ২০১০ সালে শুরু হয়েছিল। এরপর

শ্রীরামপুর

রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বিভিন্নভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবার মান উন্নয়ন ঘটিয়ে চলেছে। এই হাসপাতালেই প্রথম ক্যাথল্যাব বসানো হয়। এছাড়াও জেলায় প্রথম পঞ্চায়েত এলাকায় এই হাসপাতালেই কম্পোনেন্ট সেপারেটরযুক্ত ব্লাড ব্যাঙ্ক চালু হয় সবার আগে। যার ফলে পাশের জেলার মানুষরাও রক্ত পাচ্ছেন খুব সহজেই। শ্রমজীবী হাসপাতালের পাশে দাঁড়িয়েছে শ্রমজীবী গণউদ্যোগ ভোল্টাস অ্যান্ড ভোলকার্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে শ্রীরামপুর শ্রমজীবী হাসপাতালকে ২৭ লক্ষ টাকার চোখ অপারেশনের জন্য একটি আধুনিক ফেকো মেশিন দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া হাসপাতালে সি-আর্ম ও ল্যাপারোস্কোপিক যন্ত্রের মাধ্যমে অর্থোপেডিক সাজারি, জেনারেল সাজারি, গাইনির সাজারি, ডেন্টাল সাজারি, ইএনটি সাজারি হয়। হার্ট, কিডনি ও মেডিসিন বিভাগে চিকিৎসাও ভালো হচ্ছে এই হাসপাতালে।

বাংলার সংস্কৃতি ও প্রকৃতি উৎসবের অপেক্ষায় শহর

প্রতিবেদন: নরম গরম পিঠে পুলি, তাজা ফল, সবজি আর বাংলার সংস্কৃতির ছোঁয়া। শীতের বেলায় এমনই উৎসবের আমেজ। শুরু হচ্ছে 'বাংলার সংস্কৃতি ও প্রকৃতি উৎসব ২০২৪'। ১২ জানুয়ারি শুক্রবার উদ্বোধন। চলবে ১৪ জানুয়ারি রবিবার পর্যন্ত। স্থান বিধাননগর পুরসভার বিজে পার্ক। সময় বেলা তিনটে থেকে রাত ন'টা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেণায় ও বিধাননগর পুরসভার মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তীর উদ্যোগে প্রত্যেক বছরই এই উৎসব হয়। শুধু বিধাননগরবাসী নয়, শহরবাসী অপেক্ষায় থাকেন এই উৎসবের জন্য। কারণ এখানে ৮ থেকে ৮০ সকলেই সমানভাবে আনন্দ করার সুযোগ পান। ছৌনাচ, আদিবাসী নৃত্য, গান, যাত্রাপালা এরই সঙ্গে উপরি পাওনা বাংলা কার্টুনের মজাদার চরিত্রদের দেখা। সবই থাকছে এই উৎসবে। কৃষ্ণা চক্রবর্তী জানিয়েছেন, উৎসবের উদ্বোধন করবেন মন্ত্রী সুজিত বসু। থাকবেন সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষদস্তিদার, বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায়, অভিনেতা সাংসদ দেব, মিমি চক্রবর্তী, নুসরত জাহান প্রমুখ।

উপাচার্যের দফতর ত্যাগ

প্রতিবেদন: উপাচার্যের দফতরে আপাতত যাচ্ছেন না। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এমনটাই জানিয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ। তাঁর উপাচার্য পদে থাকা নিয়ে নানান জটিলতা তৈরি হয়েছে। রাজ্যপাল যেমন তাঁকে সরিয়ে দিয়েছেন পদ থেকে। ঠিক তেমনই রাজ্য সরকার তাঁকে দিয়েছে অতিরিক্ত ক্ষমতা। এরমধ্যেই এক বিজ্ঞপ্তি জারি করলেন বুদ্ধদেব সাউ। জানালেন, বর্তমানে উপাচার্যের দফতরে যাচ্ছি না।এদিন বিজ্ঞপ্তিতে বুদ্ধদেব বাবু জানান, আইনি এবং প্রশাসনিক বিভ্রান্তি চলছে। বিশেষ করে আচার্যর অফিস ও রাজ্য সরকারের তরফ থেকে যাদবপুরের অন্তবর্তী ভিসি-র কার্যপ্রণালী নিয়ে একের পর এক নির্দেশ আসছে। আমি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের অপেক্ষা করছি। কাজেই, বর্তমানে উপাচার্যের দফতরে যাচ্ছি না।এদিকে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু আগেই সমর্থন জানিয়েছিলেন উপাচার্যকে। তিনি বলেছিলেন, আইন অনুযায়ী কোনও উপাচার্যের ছ'মাসের বেশি মেয়াদ থাকার কথা নয়। সেই ছ'মাস তো পেরিয়ে গিয়েছে। সুতরাং আইন অনুযায়ী সমস্ত উপাচার্যের পদত্যাগ করা উচিত। কিন্তু অন্য কেউ যদি পদ না ছাড়েন, তাহলে বুদ্ধদেব সাউ পদত্যাগ করবেন কেন?

মহিলা কামরায় মারধর, জখম ৩

প্রতিবেদন : মঙ্গলবার শিয়ালদহ শাখার ডাউন ক্যানিং লোকালে ধুন্ধুমার কাণ্ড। বসার জায়গা নিয়ে মহিলা কামরায় চুলোচুলি। নিত্যযাত্রীদের বেধড়ক মারধরে গুরুতর জখম চতুর্থ ও দশম শ্রেণির দুই ছাত্রী। ঘটনা পিয়ালি স্টেশনে। গোসাবার বাসিন্দা চাঁদ সুলতানা গাজি নৈহাটিতে আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখানে থেকে সন্ধ্যায় বাড়িতে ফেরার জন্য ডাউন ক্যানিং লোকাল ট্রেনের মহিলা কামরাতে ওঠেন দুই মেয়েকে নিয়ে। সোনারপুর স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়তেই জনৈক ২ মহিলা যাত্রী ২ কিশোরীকে সিট থেকে জোর করে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করে। তারা প্রতিবাদ করতেই, তাঁদের অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে ২ কিশোরীকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। বেধড়ক

রাজ্যপাল রাজ্যের হেলিকপ্টারেই

প্রতিবেদন : রাজ্যের দেওয়া হেলিকপ্টারে চড়ে গঙ্গাসাগর সফরে যাবেন রাজ্যপাল। সাম্প্রতিককালে একাধিক বার রাজ্যপালের সফরে হেলিকপ্টার দেওয়া নিয়ে নবান্নের সঙ্গে রাজভবনের চাপান উতর বেঁধেছে। তবে গঙ্গাসাগর সফরের জন্য রাজ্যপালের চাহিদা মতো হেলিকপ্টার বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার। সেই হেলিকপ্টারে চড়েই সাগরে যাচ্ছেন রাজ্যপাল। রাজভবনের তরফে জানানো হয়েছে, গঙ্গাসাগর পরিদর্শন ও কপিল মুনি আশ্রমে পুজো দিতে রাজ্যপাল বুধবার সাগরে যাচ্ছেন। সকালে হেলিকপ্টার যোগে তিনি সাগরে পৌঁছাবেন। সেখানে ভিআইপি অতিথি নিবাসে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর কপিল মুনি আশ্রমে পুজো দিতে যাবেন রাজ্যপাল। এর পরই কলকাতা ফিরে আসবেন।

বারাসতের তৃণমূল পুরপিতা ডাঃ বিবর্তন সাহার উদ্যোগে মঙ্গলবার হৃদয়পুর নবসোপানে স্বাস্থ্যশিবির হল

রামমন্দির-রাজনীতি এ রাজ্যে খাটবে না

বাংলায় পঞ্চসতী পীঠ ● শক্তিপীঠ আছে ● বললেন চন্দ্রিমা

মঞ্চে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, চন্দ্রনাথ সিংহ ও অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব।

সংবাদদাতা, বোলপুর : 'চব্বিশে লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্ মুহূর্তে অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ নিয়ে রাজনীতি করতে চাইছে বিজেপি। তাদের লক্ষ্য, রামকে ভোটের ময়দানে ব্যবহার করে নির্বাচনী বৈতরণী উতরে যাওয়া।' মঙ্গলবার বোলপুরে দলীয় সভার পরে বললেন মন্ত্রী তথা মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। সাংবাদিকের চন্দ্রিমা বলেন, অযোধ্যায় রামমন্দির হচ্ছে, হোক। আমরা যে মাটির উপর এই বাংলায় দাঁড়িয়ে, সেখানে পাঁচটা সতীপীঠ এবং একটি শক্তিপীঠ আছে। অর্থাৎ বিজেপি ধর্মীয় চরিত্রকে যতই পোস্টার বয় বানিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাক না কেন, তৃণমূল এ নিয়ে ভাবিত নয়। পাশাপাশি, রাজ্যপালের ৩৫৫ ধারা প্রয়োগের জল্পনা নিয়ে বলেন, রাজ্যপাল চাইলেই তো হয় না। আর্টিকেল ৩৫৫ রাজ্যপাল সঠিকভাবে বুঝেছেন কিনা জানি না। শাহজাহান প্রসঙ্গে বলেন, ব্যাপারটা আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে। তবে ইডি ইডির যে অফিসার সেদিন রেইডে গিয়েছিলেন, তাঁর সম্পর্কে অনেক অভিযোগ আছে।

মঙ্গলবার বোলপুর গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহে বীরভূম জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের ডাকে কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলার প্রতি বঞ্চনা, একশো দিনের কাজে টাকা না দেওয়া এবং বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ও মহিলাদের অসম্মানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদসভার আয়োজন করা হয়। চন্দ্রিমা ছাড়াও ছিলেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ, প্রিয়দর্শিনী হাকিম, বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরি, সাংসদ অসিত মাল, সভাধিপতি কাজল শেখ, বিধায়ক বিধানচন্দ্র মাঝি প্রমুখ সাহারা মণ্ডল।

সাইবার বাজ

প্রতিবেদন : ক্রমবর্ধমান সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়তে কলকাতা পুলিশের একটি বিশেষ বাস পথে নামাল। মঙ্গলবার, আউটরাম ঘাটে গঙ্গাসাগর মেলার ট্রানজিট ক্যাম্প পরিদর্শন করে মুখ্যমন্ত্রী 'সাইবার বাজ' নামে ওই বাসের উদ্বোধন করেন। কলকাতা পুলিশ ও রাজ্য তথ্যপ্রযুক্তি দফতরের যৌথ উদ্যোগে তৈরি ঝাঁ-চকচকে বাসটিতে সাইবার অপরাধ সম্পর্কিত নানা তথ্য ও সাইবার প্রতারণার হাত থেকে বাঁচার বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকছে। পোস্টার ব্যানারের পাশাপাশি, ভিডিও ওয়াল, ইন্টারঅ্যাকটিভ ট্যাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে বাসটিকে।

বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের ধাঁচে বিজনেস হাব তৈরি হবে নিউটাউনে

প্রতিবেদন : ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই মতোই নিউটাউনের বুকে তৈরি হতে চলেছে বিজনেস হাব। সেন্ট্রাল বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট বা সিবিডি-র ৪ একর জমিতে, ২১৯ কোটি টাকায় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের আদলে হবে এই বিজনেস হাব। মঙ্গলবার হিডকো চেয়ারম্যান তথা পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের পৌরোহিত্যে হিডকোর বোর্ড বৈঠকে এই হাবের অনুমোদন পাশ হয়েছে। বৈঠক শেষে ফিরহাদ জানান, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের মতোই হবে এই হাব। ৩৮তলা ভবনে একাধিক অত্যাধুনিক কনফারেন্স হল থেকে শুরু করে বিভিন্ন বেসরকারি অফিস, ব্যাঙ্ক, আর্বিট্রেশন সেন্টার থাকবে। পরিবেশবান্ধব এই বহুতল গড়তে সময় লাগবে চার বছর। খরচ ২১৯ কোটি টাকা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত নভেম্বরে ধনধান্য অডিটোরিয়ামে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে এটি গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দেন। তার দু মাসের মধ্যেই হিডকোর বৈঠকে পাশ হয়ে গেল অনুমোদন।

বিলকিস মামলায় বিজেপিকে ধিক্কার জানিয়ে চুঁচুড়ায় মিছিল

অসিত মজুমদারের নেতৃত্বে প্রতিবাদ মিছিল তৃণমূলের। মঙ্গলবার, চুঁচুড়ায়।

প্রতিবেদন : বিলকিস ধর্ষণ মামলায় যেভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে গুজরাট সরকার দোষী ধর্ষকদের ছেড়ে দিয়েছিল তার প্রতিবাদে দেশ জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। ২০০৮ সালে ১২ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয় কোর্ট। কিন্তু গুজরাট সরকার তাদের মুক্তি দিলে ন্যায় বিচারের জন্য আবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন মা। গতকালই সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, মুক্তি দেওয়া ১১ জনকে জেলে ফিরে যেতে হবে। এই রায়ে খুশি দেশের মানুষ। গতকাল থেকেই বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। মঙ্গলবার সকালে হুগলীর চুঁচুড়ার পিপলপাতির মোড় থেকে প্রচুর মহিলা তৃণমূল কর্মী বিশাল মিছিল বের করে। নেতৃত্ব দেন বিধায়ক অসিত মজুমদার।

স্টেটসম্যান কার র‍্যালি

প্রতিবেদন : ফোর্ট উইলিয়ামের ইস্টার্ন কমান্ড স্পোর্টস স্টেডিয়ামে আয়োজিত হতে চলেছে ৫৩তম ভিন্টেজ অ্যান্ড ক্লাসিক কার র‍্যালি। আয়োজনে দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকা গোষ্ঠী। ২১ জানুয়ারি শহরের ১৫০-এরও বেশি বহু পুরনো ও দুষ্প্রাপ্য গাড়ি র‍্যালিতে অংশ নেবে। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে স্টেটসম্যান গোষ্ঠীর ভাইস প্রেসিডেন্ট সুমন ভট্টাচার্য জানান, ইতিমধ্যেই ১৩৯টি ভিন্টেজ এবং ক্লাসিক গাড়ি নথিভুক্ত হয়েছে। তার মধ্যে ভিন্টেজ গাড়ি ৪২টি ও মোটরবাইক ৯টি এবং ক্লাসিক গাড়ি ৫৩টি ও মোটরবাইক ৩৫টি। সংবাদিক বৈঠকে ছিলেন সুমন ভট্টাচার্য, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, শেখর সেনগুপ্ত, তরুণ গোস্বামী, দেবাশিস দাস প্রমুখ।

বিদ্যুতে নজির

প্রতিবেদন : লাগাতার এক দশক দুর্ঘটনামুক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহে নতুন নজির গড়ল রাজ্য সরকার। রাজ্য বিদ্যুৎ দফতর জানিয়েছে, তাদের অধীন ছটি এরিয়া অফিসের একটিতেও দুর্ঘটনা ঘটেনি। রাজ্য বিদ্যুৎ সংবহন সংস্থার অধীন ২৮টি এরিয়া অফিসের ছটি এরিয়া অফিসে ৭৯টি সাব স্টেশন রয়েছে। ছটি এরিয়া অফিস হল— আরামবাগ, হলদিয়া, বেহালা, হাওড়া, জলপাইগুড়ি ও রায়গঞ্জ এরিয়া অফিস। যেভাবে এই সব এরিয়া অফিস থেকে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়েছে, তাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। অফিসারদের হাতে স্বীকৃতির স্মারকও তুলে দেন তিনি।

উন্মেষ উৎসব

প্রতিবেদন : নানা অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে শেষ হল ওয়ার্ড উৎসব উন্মেষ-এর। শিলিগুড়ি পুর নিগমের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে। উৎসবের সূচনা করেন মহানাগরিক গৌতম দেব। মঙ্গলবার কলেজপাড়া শিশু উদ্যানে গত কয়েকদিন ধরে চলা নানা সংস্কৃতি অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ হয়। ছিলেন রঞ্জন সরকার, প্রতুল চক্রবর্তী, মিলি সিংহ প্রমুখ। গৌতম ও রঞ্জন প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

বিস্মৃত মধুসূদন গুপ্তকে জাগরুক করল পড়ুয়া অভিজ্ঞান

সংবাদদাতা, হুগলি : ১০ জানুয়ারি অর্থাৎ আজকের দিনটি আদতে সাধারণ হলেও ঠিক ১৮৭ বছর আগে এইদিনেই ঘটেছিল যুগান্তকারী এক ঘটনা। কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করেন হুগলির বৈদ্যবাটীর পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত। তাঁর হাত ধরেই ভারতে আধুনিক চিকিৎসার গোড়াপত্তন হয়।

তাঁর জেলার মানুষ মনে রাখেনি এই কীর্তিমান চিকিৎসককে। ভুলেছে তাঁর অবদান। তাঁর নাম জিজ্ঞেস করলে মাথা চুলকে এদিক-ওদিক তাকিয়ে থাকেন বহু শিক্ষিত ব্যক্তিও। কিন্তু এর মধ্যেই জেলার এক কিশোরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আজও অমর হয়ে রয়েছেন মধুসূদন গুপ্ত।

পুরস্কার হাতে অভিজ্ঞানকিশোর দাস। ডানদিকে, মধুসূদন গুপ্তের সেই বাড়ি।

হুগলি কলেজিয়েট স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্র অভিজ্ঞানকিশোর দাস সম্প্রতি তাঁকে নিয়ে একটি তথ্যচিত্র বানিয়েছে। যা ইতিমধ্যে ১৮টিরও বেশি নামকরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হয়েছে। একাধিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার জিতেছে বছর সতেরোর এই কিশোর পরিচালক। ছাত্র সপ্তাহে অভিজ্ঞানকে সংবর্ধনা দিয়েছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ।

ভারত সরকারের বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও তথ্যসম্প্রচার মন্ত্রক আয়োজিত একাধিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত ও উচ্চপ্রশংসিত হয় এই তথ্যচিত্রটি। গত ফেব্রুয়ারি মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়া যুব চলচ্চিত্র উৎসবে আমন্ত্রণ পেয়েছিল অভিজ্ঞান। সেখানে তার 'আধুনিক ভারতের সুশ্রুত— পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত' জিতে নেয় সেরা তথ্যচিত্রের পুরস্কার।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অভিজ্ঞানের আবেদন, মধুসূদন গুপ্তের নামে যেন একটা হাসপাতাল তৈরি করা হয়।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
10 January, 2024 • Wednesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

রাস্তার সূচনা

রাজ্যজুড়ে চলছে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ। মঙ্গলবার হরিশচন্দ্রপুরের সুরতপুরে রাস্তার সূচনা করলেন মন্ত্রী তাজমুল হোসেন। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের বরাদ্দকৃত ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে হরিশচন্দ্রপুর ১ নং ব্লকের ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের সুরতপুর গ্রামের রশিদের বাড়ি থেকে সুকুরুদ্দিনের বাড়ি পর্যন্ত ৩৫০ মিটার ঢালাই রাস্তা হয়েছে। সূচনায় ছিলেন মর্জিনা খাতুন, মুশারফ হোসেন, জিয়াউর রহমান প্রমুখ।

ছাত্রীর মৃত্যু

স্কুল চলাকালীন অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল ছাত্রীর। মঙ্গলবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ারে। মৃত ছাত্রীর নাম অনুষ্কা দেবনাথ। আলিপুরদুয়ার নিউটাউন বালিকা বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী ছিল। বাড়ি আলিপুরদুয়ার পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের সারদাপল্লিতে। ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্কুলের তরফে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়, তারপরেও বাঁচানো যায়নি।

অগ্নিদগ্ধ বৃদ্ধা

শীত থেকে বাঁচতে ঘরের মধ্যে আগুন পোহাচ্ছিলেন এক বৃদ্ধা। আগুন লেগে যায় ঘরে। অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে গাজলের কচুয়া এলাকায়। মৃতের নাম মালতী রানি দাস(৮৩)।

মোবাইল উদ্ধার, ধৃত ২

চোরাই মোবাইল সহ ২ যুবককে গ্রেফতার করল কালিয়াচক থানার পুলিশ। তাদের কাছ থেকে ৪৭টি চোরাই মোবাইল উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম নঈমউদ্দিন শেখ(২৯) ও হাবিবুর শেখ(২৮)। বাড়ি কালিয়াচকের খাস চাঁদপুর এলাকায়। সুলতানগঞ্জ এলাকায় বাইক নিয়ে ২ যুবক সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছিল। জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদের তল্লাশি করলে একটি ব্যাগ থেকে নামীদামি কোম্পানির ৪৭টি মোবাইল উদ্ধার হয়। ধৃতদের মঙ্গলবার মালদহ জেলা আদালতে তোলা হয়।

হরিণের দেহ উদ্ধার

মাদারিহাটের এশিয়ান হাইওয়ে সড়কের ধারে থেকে উদ্ধার হল সম্বর হরিণের দেহ। মঙ্গলবার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন বনকর্মীরা। হরিণের মৃত্যুর কারণ জানতে শুরু হয়েছে তদন্ত। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শীঘ্রই হবে সমাধান

জমিজট কাটছে বিধান মার্কেটের

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে অবশেষে বিধান মার্কেটের জমি সমস্যা সমাধান হতে চলেছে। রাজ্যে সরকারের নির্দেশের পর মঙ্গলবার বিধান মার্কেটে ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যদের ডেকে বৈঠক করলেন শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী। এদিন দীর্ঘ বৈঠকের পরে বিধান মার্কেটের জমি যৌথ সমীক্ষা করার কথা জানান এসজেডিএর চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী। বিধান মার্কেটে মোট জমি রয়েছে প্রায় সাড়ে ৯ একর। এর মধ্যে প্রায় দেড় একর জমি আগেই লিজ দেওয়া হয়েছে বাম আমলে।

বৈঠকে সৌরভ চক্রবর্তী ও ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা।

এখন যে ৮ একর জমি আছে তাতে প্রায় ৪ হাজার দোকান আছে। এর মধ্যে এসজেডিএর রেজিস্ট্রেশন আছে ১৬০০ দোকানের। তবে এদিনের বৈঠকের পর যৌথ সমীক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর জন্য সৌরভ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, বিধান মার্কেটের সমস্যা সমাধান হোক তা আমরা চাই। তাই বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে বৈঠক করা হয়েছে। সমস্ত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ১০ জন সদস্যের নাম দিতে বলা হয়েছে। তাদের ১০ জন ও আমাদের সদস্যরা মিলে জেলা প্রশাসন ও বিএলআরও সমীক্ষা করবে। সেই রিপোর্ট রাজ্যে সরকারের কাছে পাঠানো হবে। তার পরে রাজ্য সরকার যা সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই করা হবে। অন্যদিকে বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বাপি সাহা বলেন, এদিন এসজেডিএতে বৈঠক ছিল। যৌথ সমীক্ষার কত বলা হয়েছে, তাতে আমরা রাজি। ১০ জন সদস্যর নাম চেয়েছে। আমরা তা দেব।

বিডিও-এসডিও অফিসে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ক্যান্টিন তৈরির উদ্যোগ

সংবাদদাতা, কোচবিহার : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে স্বনির্ভর হয়েছেন রাজ্যের মহিলারা। কর্মসৃষ্টি মহিলাদের আরও এগিয়ে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলা প্রশাসনকেও নির্দেশ দিয়েছেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের জন্য নতুন কিছু ভাবার। তাঁর নির্দেশেই এবার কোচবিহারের বিডিও ও এসডিও অফিসে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের পরিচালনায় হবে ক্যান্টিন। মঙ্গলবার সবলা মেলার উদ্বোধনে এসে এমনটাই জানালেন জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা। তিনি বলেন, খাদ্যছায়ার মতো কোচবিহারের বিডিও এসডিও অফিসেও মহিলা স্বনির্ভর দলের পরিচালনায় ক্যান্টিন চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে আরও একটি কাজের দিক খুলে যাবে মহিলাদের। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সবলা মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ছিলেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানান, গ্রামীণ অর্থনীতিকে মজবুত করার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমন উদ্যোগ নিয়েছেন। কম সুদে ঋণের সুবিধা পাচ্ছেন স্বনির্ভর দলের মহিলারা। মহিলারা নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছেন। তাঁদের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। আরও এগিয়ে যাবেন মহিলারা।

মেলায় স্টল ঘুরে দেখছেন অরবিন্দ কুমার মিনা।

চা-শ্রমিকদের স্বার্থে বড় উদ্যোগ রাজ্যের, মজুরি নিয়ে হল বৈঠক

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : চা-শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণকল্পে আরও একধাপ এগিয়ে গেল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার রাজ্যের চা-শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের পরামর্শদাতা কমিটি এই মর্মে এই বৈঠক করে শিলিগুড়ির দাগাপুরের দফতরে। ছিলেন শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক, আইএনটিটিইউসির রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, লেবার কমিশনার জাভেদ আখতার, অ্যাডিশনাল লেবার কমিশনার তীর্থঙ্কর সেনগুপ্ত। চা-বাগান মালিক পক্ষের সঙ্গে মজুরি নির্ধারণ করতে একটি বৈঠক হয়। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে রাজ্যে সরকার চা শ্রমিকদের নূন্যতম মজুরি ২৩২ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫০ টাকা ঠিক করে। ১৮ টাকা মজুরি বাড়ায়। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে চা-বাগান মালিক পক্ষ আদালতে মামলা করে। দীর্ঘদিন মামলা চলার পরে আদালত নির্দেশ দেয় ৬ মাসের মধ্যে মালিক পক্ষের সঙ্গে বৈঠক করে ন্যূনতম মজুরি ঠিক করতে। সেই অনুসারেই এদিন শিলিগুড়িতে শ্রম দফতরে মালিক পক্ষের সঙ্গে বৈঠক বৈঠক হয়। এদিনের বৈঠকে নির্দিষ্ট মজুরি নির্ধারণ না হলেও আগামী ৩০ জানুয়ারি ফের বৈঠক ডাকা হয়েছে। এদিনের বৈঠকে ন্যূনতম মজুরি ঠিক হতে পারে। এই বিষয়ে এদিন শ্রমন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, চা-শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে একটি কমিটি করা হয়েছিল। সেই কমিটি চা-শ্রমিকদের মজুরি ১৮ টাকা বাড়িয়েছিল। কিন্তু মালিকপক্ষ এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করে। পরবর্তীতে হাইকোর্ট নির্দেশ দেয় ছয় মাসের মধ্যে বৈঠক করে ন্যূনতম মজুরি ঠিক করতে। এদিন বৈঠক করে মজুরি নির্ধারণ করার বিষয়ে আলোচনা হয়।

বৈঠকে মলয় ঘটক, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, জাভেদ আখতার, তীর্থঙ্কর সেনগুপ্ত।

পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে সেজে উঠেছে ডিয়ার পার্ক

মানস দাস ● মালদহ

সাধারণ মানুষের বিনোদনের মাথায় রেখে মালদহের হরিশচন্দ্রপুরে ডিয়ার পার্ক তৈরি করেছে ব্লক প্রশাসন। আর শীতের মরশুম পড়তেই এই ডিয়ার পার্কে ভিড় জমাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। এমনকী মালদহের হরিশচন্দ্রপুরের বারদুয়ারিতে অবস্থিত এই পার্কে জেলার বাইরে থেকেও বহু পর্যটক ঘুরতে আসেন। মালদহের হরিশচন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের প্রত্যন্ত এলাকা বারদুয়ারি। এখানেই ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে তৈরি করা হয়েছে ডিয়ার পার্ক। দিনের পর দিন এই পার্কের চাহিদা বাড়ছে সাধারণের মধ্যে। কারণ এখানে রয়েছে প্রায় ৩০টি হরিণ, বিভিন্ন প্রজাতির দেশি-বিদেশি পাখি, খরগোশ। এছাড়াও শিশুদের বিনোদনের জন্য নানান ধরনের খেলার সামগ্রী, পার্কের মধ্যে রয়েছে একটি পুকুর, সেখানে বোটিং করার সুব্যবস্থা রয়েছে। মূলত শিশুদের খেলা ও ঘুরবার জন্য একেবারে আদর্শ জায়গা। সারা বছর বহু মানুষ এখানে আসেন। তবে শীতের মরশুমে ভিড় উপচে পড়ছে। সাধারণ মানুষের ভিড় বাড়তে থাকায় ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে আরও সৌন্দর্যায়ন বৃদ্ধি করা হচ্ছে এই পার্কের। এই পার্কের আশপাশে জেলা ও জেলার বাইরে থেকে বহু মানুষ পিকনিক করতে আসেন। ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত মানুষ এখানে বেশি ভিড় করেন। তবে পার্কের মধ্যে কোনওরকম পিকনিক করা যায় না। দিনভর এখানে ঘোরা যায় মনোরম পরিবেশে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মেমারির পাহাড়হাটি ও রায়নার মাধবডিহিতে শ্রাদ্ধবাড়িতে দই খেয়ে ২০০-র বেশি মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। সোমবার পূর্ব বর্ধমান জেলা স্বাস্থ্য দফতর ওই কোম্পানির মিষ্টি দইয়ের নির্দিষ্ট ব্যাচের দই বিক্রি বন্ধের নির্দেশ দেয়

চা-দুধের সঙ্গে হেলথ ড্রিঙ্ক, হচ্ছে কর্মসংস্থানও

বাঁকুড়ায় হচ্ছে খেজুর গুড়ের পাউডার

রাখি গড়াই ● বাঁকুড়া

বাঁকুড়া জেলায় তৈরি হচ্ছে খেজুর গুড়ের পাউডার। অন্যান্য হেলথ ড্রিঙ্কের মতোই দুধের সঙ্গে কিংবা চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়া যেতে পারে এই পাউডার। এমনটাই বলছে প্রস্তুতকারক সংস্থা। বাঁকুড়ার ইন্দপুর ব্লকের সরবেড়িয়া শবর গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় সঞ্জীবনী ফার্মার্স প্রোডিউসার্স কোম্পানির তত্ত্বাবধানে তৈরি হচ্ছে খেজুর গুড় এবং গুড়জাত বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য। বোতলবন্দি খেজুর গুড়, পাটালি, খেজুর গুড়ের বরফি ছাড়াও সবথেকে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে খেজুর গুড়ের পাউডার। বিক্রি হচ্ছে কলকাতার বাজারেও। বিপুল চাহিদা বাঁকুড়া জেলায়। গাছ থেকে পাড়া হচ্ছে জিরান কাঠের রস। রস ফুটিয়ে জাল দিয়ে তৈরি হয় গুড়। এবার শুকনো খেজুর

গুড়কে গুঁড়িয়ে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে তৈরি হচ্ছে পাউডার। এই পদ্ধতিতে কোনও কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয় না। সংস্থার সিইও রানা পন্ডা জানান, খেজুর গুড় এবং খেজুর গুড়ের পাটালিতে আর্দ্রতা থাকে। তার জন্যই গুড় নষ্ট হয়ে যায় কিছুদিনের মধ্যে। আমরা চাইছিলাম খেজুর গুড় সংরক্ষণ করতে। তাই গুড় থেকে আর্দ্রতা বের করে পাউডার করা হচ্ছে। এই পাউডার প্রায় ৮-৯ মাস থাকবে।

সরবেড়িয়া শবর গ্রামে প্রায় আড়াইশো শবর পরিবারের বাস। মুখ্য জীবিকা ছিল দিনমজুরি এবং খেজুরের রস তৈরি। তাতে সংসার চলছিল না। বর্তমানে ১২ জন পুরুষ এবং দশজন শবর মহিলা তৈরি করছেন খেজুর গুড়ের পাউডার, পাটালি এবং বরফি। বোতলবন্দি করছেন গুড়। স্বনির্ভরতার পথ দেখছে শবর গ্রাম। বিষ্ণুপুর মেলায় উদ্যানপালন দফতরের স্টলে মিলবে পাউডারটি। এছাড়াও আসন্ন মুকুটমণিপুর মেলাতেও থাকবে একটি বিশেষ স্টল।

প্রয়াত তৃণমূল নেতা বিশ্বনাথ

■ শারীরিক অসুস্থতার জেরে প্রয়াত হলেন বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর সাব ডিভিশনের, বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সোনামুখী ব্লক সভাপতি বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় (পল্টু)। কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে মঙ্গলবার প্রয়াত হন তিনি। বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। ওঁর মৃত্যুতে তৃণমূল কংগ্রেস দীর্ঘদিনের এক লড়াকু নেতাকে হারাল।

রক্তদান শিবির

■ ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের আকাল মেটাতে সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট হিতৈষী-র উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হল। শিবিরে ৫০ জন পুরুষ এবং ২৭ জন মহিলা রক্ত দিলেন। ছিলেন বিখ্যাত ক্রিকেটার সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পুরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে, সুপর্ণা দত্ত প্রমুখ। ছিলেন হিন্দু সৎকার সমিতির সম্পাদক সঞ্জয় রায়ও।

মাতৃ সম্মেলন

■ শতশত মহিলার উপস্থিতিতে শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও সারদা দেবীর অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্যের মাধ্যমে পালিত হল মাতৃ সম্মেলন। হিজলডিহা বিবেকানন্দ সেবা সমিতির পানমেশ্বরী দেবী অডিটোরিয়ামে। সমিতির চল্লিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই মাতৃ সম্মেলনের আয়োজন, জানালেন সম্পাদক বিকাশ পালধি। ছিলেন প্রবাজিকা অখিলাপ্রাণা মাতাজি, আপ্তকামপ্রাণা মাতাজি প্রমুখ।

পালানো-যুবক ধৃত

■ পুলিশের সঙ্গে হোটেলে খেতে নেমে পালিয়ে গিয়েছিল ধৃত যুবক রাহুল সিং। দু'দিন পর তাকে গ্রেফতার করল পুলিশ। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার আনন্দপুর এলাকায় এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে রাহুলকে গ্রেফতার করে আনন্দপুর থানার পুলিশ। ৭ জানুয়ারি মেদিনীপুর পকসো আদালত পুলিশি হেফাজত দিয়েছিল। আদালত থেকে ফেরার পথে পালায় সে।

বিজেপি নারীবিদ্বেষী দল সংঘবদ্ধ শপথ-এ অর্থমন্ত্রী

মঞ্চে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, স্মিতা বক্সি প্রমুখ।

সংবাদদাতা, বর্ধমান : তৃণমূলে কোনও দ্বন্দ্ব নেই। নবীন-প্রবীণ বিতর্ক সংবাদমাধ্যমের তৈরি। অভিষেক বন্দোপাধ্যায় যা বলার বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী যা বলার বলেছেন। মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে বর্ধমান সংস্কৃতি লোকমঞ্চে সংঘবদ্ধ শপথ অনুষ্ঠানে বলেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। কেন্দ্রীয় বঞ্চনা, কেন্দ্রের নারীবিদ্বেষী আচরণের প্রতিবাদে এদিন পূর্ব বর্ধমান জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী শিখা সেনগুপ্ত এই সভার ডাক দেন। সভায় কর্মীদের প্রতিটি বাড়ি বাড়ি গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের তথা রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলি নিয়ে প্রচারে নামার ডাক দেন চন্দ্রিমা। চন্দ্রিমা ছাড়াও ছিলেন জেলা পরিষদ সহকারী সভাধিপতি গার্গী নাহা, জেলা তৃণমূল সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য, বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরি, সুভাষ মণ্ডল, স্মিতা বক্সি প্রমুখ।

দফতরের ফোন নিয়ে পগারপার বিদ্যুৎ

পাওনা থেকে কাটা গেল ৪৫ হাজার

সংবাদদাতা, শান্তিনিকেতন : বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী অবসর গ্রহণ করার পরও, বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না তাঁর। উপাচার্য হিসাবে যোগ দেওয়ার পর বিশ্বভারতীর তরফে বিদ্যুৎকে তিনটি মোবাইল ফোন দেওয়া হয়েছিল। নিয়ম অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার আগে সেই ফোনগুলি তাঁর বিশ্বভারতীকে ফেরত দিয়ে যাওয়ার কথা। অনেক তদ্বির সত্ত্বেও এক্সটেনশন পাননি। গত ৮ নভেম্বরে অবসরগ্রহণ করতে হয়। তখনই তিনটি মোবাইল ফোন বিশ্বভারতীর কাছে ফেরত দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি তা করেননি। আর তাতেই জোর বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে তাঁর পাওনাগণ্ডা সব মিটে গেলেও, আটদিনের ৪৯ হাজার টাকা পাওনা ছিল। তা থেকেই ফোন বাবদ ৪৫ হাজার টাকা কেটে নিয়ে চার হাজার টাকা বেতন হিসেবে তাঁর হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাক্তন উপাচার্য কাউকেই বিশ্বাস করতেন না। সেই কারণেই মোবাইল তিনটি হাতছাড়া করতে চাননি বলে, তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে জানা গিয়েছে। বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গিয়েছে, উপাচার্যের পাওনা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথম থেকে অবসরগ্রহণের দিন পর্যন্ত তিনি বিতর্কিত ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে একরকম অচলাবস্থা তৈরি করেছিলেন। এ নিয়ে উপাচার্যকে ফোন করলে কোনও জবাব মেলেনি।

■ **শুরু হল পূর্বাচল উৎসব ২০২৪। সল্টলেকের সেন্ট্রাল কমিটি অফ পূর্বাচল হাউজিং কমপ্লেক্সের উদ্যোগে। এবার উৎসব রজতজয়ন্তী বর্ষে। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদার, বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী এবং অন্য কাউন্সিলররা।**

খুলছে পলাশি সুগার মিল, চাষিদের হবে কর্মসংস্থান

সংবাদদাতা, নদিয়া : রাজ্যের অন্যতম বড় চিনিকল পলাশি সুগার মিল। একে কেন্দ্র করে চাষিরা আখচাষ করত। বছরপাঁচেক সেসব বন্ধ। তবে ফের চালু হতে চলেছে এই চিনিকল। একইসঙ্গে ইথানল কারখানা চালু হবে এবং চালকলও। নিঃসন্দেহে কর্মসংস্থানে গতি আসবে। পলাশিতে ১৯৩৭-৩৮ সালে অ্যান্ডারসন রাইট কোম্পানি কাজ শুরু করে। পরে একটি শিল্পগোষ্ঠী কিনে চিনিকলে পরিবর্তন করে। নাম হয় পলাশি সুগার। এই মিলের ১৮ হাজার বিঘা জমি, ১৮টি ফার্ম আছে। কয়েক বছর ধরে মিল খুলছে না। প্রায়ই শোনা যায় দরজা-জানলা, মেশিনের যন্ত্রাংশ চুরি যাচ্ছে। চাষিদের অনেকেই বাধ্য হয়ে ধান, পাট, সর্ষে, মুসুরি, সব্জি ইত্যাদি চাষে

ঝুঁকেছেন। সুগার মিল থেকে পাওয়া চিটেগুড়ে ইথানলের কারখানা হবে। তাতে জ্বালানির খরচ কমবে। ইথানলের দাম পেট্রল বা ডিজেলের তুলনায় অনেকটা কম। জিভা এগ্রি বিজনেস প্রাঃ লিঃ-র এমডি রণজিৎ সিং বলেন, কাজ শুরু হয়েছে। ১০ মাস লাগবে কারখানা নতুন করে চালাতে। সুগার মিল, ইথানল কারখানা হবে। আমরা অবসর নেওয়া ১১০ জন কর্মীর পেনশন, গ্র্যাচুইটি দিয়েছি। স্থানীয় কালীগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক নাসিরউদ্দিন আমেদ বলেন, আর্থিক সমস্যায় খৈতান গোষ্ঠী চালাতে পারছিল না। মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পাঠিয়েছিলাম। যেহেতু বেসরকারি সংস্থা তাই রাজ্যের কিছু করার নেই। বিভিন্ন রাজ্যের ৭-৮টি গোষ্ঠীর সঙ্গে কথাবার্তা চলছিল। শেষ পর্যন্ত জিভা এগ্রির সঙ্গে খৈতানদের মউচুক্তি হয়েছে। আখচাষ হবে। মিল চালু হলে নতুন করে শিক্ষিত যুবক থেকে শ্রমিক, অনেকের কর্মসংস্থানও হবে।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা — মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
10 January, 2024 • Wednesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

তারাপীঠে দমকলমন্ত্রী

■ তারাপীঠে মায়ের মন্দিরে মঙ্গলবার সপরিবার পুজো দিলেন রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু ও বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যবাসীর কল্যাণে তাঁরা দু'জন প্রার্থনা জানান তারা মায়ের কাছে।

ফেরার পথে মৃত্যু ছাত্রীর

■ পিকনিক থেকে ফেরার পথে জেনারেটরের টার্বাইনের চাকায় চুল জড়িয়ে মৃত্যু হল স্কুলছাত্রী ঝুমা দাসের (১৫)। কেতুগ্রাম থানার গোমাই গ্রামে। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় পুলিশ। তারা জানায়, কেতুগ্রাম আশুতোষ মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউশনের দশম শ্রেণির ছাত্রী ঝুমা গোমাই গ্রামের কাছে ঈশানী নদীর ধারে পিকনিক করে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বাড়ি ফিরছিল। চলন্ত জেনারেটরের টার্বাইনের চাকায় তার চুল জড়িয়ে যাওয়ায় তার মাথা কার্যত থেঁতলে যায়। তড়িঘড়ি উদ্ধার করে কেতুগ্রাম হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ জেনারেটর ভ্যানটিকে আটক করেছে।

নিষিদ্ধ সিরাপ-সহ ধৃত

■ বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ ফেনসিডিল-সহ এক মহিলাকে গ্রেফতার করল জলঙ্গি থানার পুলিশ। সোমবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে চর পারসপুর নতুনপাড়ার টিটন মণ্ডলের বাড়িতে ওসি তাঁর দল নিয়ে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করেন ৫১৮ বোতল নিষিদ্ধ সিরাপ। বাড়ির মালিক টিটন পালালেও স্ত্রী নাজমা বিবিকে জেরার পর আটক করে সীমান্তের কাম্পে রাখার পর মঙ্গলবার সকালে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ঘটনায় আর কেউ বা কারা জড়িত তা জানার জন্য তদন্ত করছে পুলিশ।

পঞ্চায়েতের উদ্যোগে সমুদ্রসৈকতে হল রাস্তা, গেস্ট হাউস

পর্যটনে নয়া আকর্ষণ কাঁথির কানাইচট্টা

প্রতিবেদন : মনোরম প্রকৃতি ও বিস্তীর্ণ সৈকতের আকর্ষণ নিয়ে এবার বাংলার পর্যটন মানচিত্রে যোগ হতে চলেছে কাঁথির দেশপ্রাণ ব্লকের কানাইচট্টার 'সাগরসঙ্গমে সৈকতভূমি'। আগে কানাইচট্টা সৈকতে কিছুই ছিল না। কিন্তু পর্যটকদের আগ্রহ বাড়ায় পর্যটনের ভাল সম্ভাবনা উপলব্ধি করে শুরু হয় প্রশাসনিক উদ্যোগ। ইতিমধ্যে পর্যটনের উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে দেশপ্রাণ পঞ্চায়েত সমিতি। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের ২৬ লক্ষ টাকায় গড়া হয়েছে সমুদ্রতীরে ঝাউবনে ঘেরা সুসজ্জিত গেস্ট হাউস। পর্যাপ্ত জল ও বিদ্যুৎ পরিষেবার জন্য ইতিমধ্যেই পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে। গড়া হয়েছে শৌচালয়। ভ্রমণপ্রিয় মানুষ যাতে সহজে এই সৈকতে পৌঁছতে পারেন, সেজন্য দারিয়াপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে দুটি রাস্তা তৈরি হয়েছে। বাকি পরিকাঠামো গড়ার কাজ চলছে। পঞ্চায়েত

কাঁথির দেশপ্রাণ ব্লকে কানাইচট্টা মনোরম সৈকত।

সমিতির সভাপতি অমলেন্দু জানা জানিয়েছেন, কানাইচট্টার সমুদ্রসৈকতটিকে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে আমরা সবরকম উদ্যোগ নিচ্ছি। একে আমরা নতুন একটি পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। প্রসঙ্গত, ঝাউ ও ম্যানগ্রোভ জঙ্গলে ভরা কানাইচট্টার সৈকতটি সুন্দর ও মনোরম। বিস্তৃত ঝাউবন, বিস্তীর্ণ বালুকাবেলা, সৈকতে লাল কাঁকড়াদের সাক্ষাতের অভাব নেই। অনেকেই কানাইচট্টার সৈকতে বেড়াতে আসেন। বড়দিন কিংবা ইংরেজি নববর্ষে বহু মানুষ আসেন পিকনিক করতে। তাই পর্যটন-পরিকাঠামো গড়ে তোলার চিন্তাভাবনা শুরু হয় পঞ্চায়েত সমিতির তরফে। কানাইচট্টার অদূরে দারিয়াপুরে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কপালকুণ্ডলা মন্দির এবং লাইট হাউস ছাড়াও কাছেই রয়েছে রসুলপুর নদী ও বঙ্গোপসাগরের মোহনায় পেটুয়াঘাটে এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মৎস্যবন্দর। তাই এখানে এলে এগুলি হবে পর্যটকের কাছে উপরি পাওনা। গেস্ট হাউস-সহ নানা পর্যটন পরিকাঠামো গড়ে তোলায় এই এলাকার গুরুত্ব বাড়ার পাশাপাশি বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার আশায় উৎসাহিত গ্রামবাসী।

তৃণমূলের জনসংযোগ যাত্রা কর্মসূচি ডেবরায়

সংবাদদাতা, ডেবরা : ডেবরা ব্লক তৃণমূলের পক্ষে বেশ কিছু নতুন কর্মসূচি নেওয়া হল। সোমবার বিকেলে বালিচকে তৃণমূলের ব্লক পার্টি অফিসে সাংবাদিক বৈঠক করে এ কথা জানান ব্লক তৃণমূল সভাপতি প্রদীপ কর। সঙ্গে ছিলেন ব্লকের নেতা আলতাফ আলি, অনুপম দাস, শ্যামল মুখোপাধ্যায়, যুব সভাপতি প্রকাশ মিশ্র

দলীয় কার্যালয়ে ব্লক তৃণমূল নেতাদের নতুন কর্মসূচির ঘোষণা।

প্রমুখ। পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে সমস্ত বুথে দলের ফল তুলনামূলক খারাপ হয়েছে সেগুলিকে বেছে নিয়ে তিনদিনের জনসংযোগ যাত্রা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। বাড়ি বাড়ি যাওয়া, রাত্রিবাস, পাড়ায় পাড়ায় সাইকেল র‍্যালির মাধ্যমে এই কর্মসূচির পাশাপাশি ২৩ জানুয়ারি হবে ৫ কিমি রোড রেস প্রতিযোগিতা। সহযোগিতা করবে ব্লকের তৃণমূল যুব ও ছাত্র সংগঠন।

গোপীবল্লভপুরে মহিলা তৃণমূল করল পাড়া বৈঠক

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : বিজেপির অপপ্রচার এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার প্রতিবাদে রাজ্য মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের 'চলো পাল্টাই' কর্মসূচিকে সামনে রেখে গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের নোটা ও খাড়বান্ধী অঞ্চল মহিলা তৃণমূলের তরফে পাড়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হল একডাল এবং নিশ্চিন্তা সংসদে। ছিলেন ব্লক মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী শর্বরী অধিকারী, নোটা অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি সুশোভন নায়েক, অঞ্চল মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী সীমা মহাপাত্র, খাড়বান্ধী অঞ্চল মহিলা সভানেত্রী পুষ্প নায়েক-সহ সংগঠনের সদস্যারা।

রেলের চাবি-যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানার সূচনায় বিধায়ক

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : বড়জোড়ায় মেট্রো ও বুলেট ট্রেনের চাবি ও নানাবিধ যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানার উদ্বোধন করলেন এলাকার বিধায়ক অলোক মুখোপাধ্যায়। কারখানায় দক্ষ ও অদক্ষ মিলিয়ে ১৪০ শ্রমিক কাজ পেলেন এখানে। বিধায়ক বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে বড়জোড়ায় নতুন ৬টি শিল্প আসতে চলেছে। সেগুলির মধ্যে এই কারখানাটি অন্যতম। এখানকার শিল্পাঞ্চল ঘুটঘড়িয়ার এই কারখানায় ট্রেনের যন্ত্রাংশ তৈরির কাজ শুরু হল। আগামী দিনে আরও ৫টি

কারখানার উদ্বোধনে বড়জোড়ার বিধায়ক অলোক মুখোপাধ্যায়।

কারখানা তৈরির কাজ চলছে। বিশেষভাবে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এই কারখানায় জল, রাস্তা ও বিদ্যুৎ পরিষেবায় যাতে কোনওরকম ঘাটতি যাতে না হয় সেদিকে নজর দেওয়া হয়। কারখানাটিতে ২০১৩-র অগাস্টে ট্রায়াল শুরু হয়েছিল, এখন আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল। এখানে বেশিরভাগ দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছে। কেননা যন্ত্রাংশ উৎপাদনের জন্য উচ্চ তাপমাত্রাযুক্ত ফার্নেসের কাজে দক্ষ শ্রমিকের বেশি প্রয়োজন। অদক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন কম। তবে আগামী দিনে আরও কর্মী নিয়োগের সম্ভাবনা আছে।

১০০ কর্মী নিয়ে বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলে

শান্তিপুর

সংবাদদাতা, নদিয়া : বিজেপি পরিচালিত বাবলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫৫ নম্বর বুথের পঞ্চায়েত সদস্য তারা বাবুরায় দলের ১০০ কর্মী-সমর্থককে নিয়ে যোগ দিলেন তৃণমূলে। শান্তিপুরের বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামীর হাত ধরে এঁরা যোগ দেন তৃণমূলে। আসন্ন লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে এই যোগদান যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তৃণমূলে যোগ দিয়ে রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য করে তারা বাবুরায় বলেন, উনি আমাকে ছাড়াও

বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামী পতাকা তুলে দিলেন নবাগতদের হাতে।

অন্যদের প্রধান পদের লোভ দেখিয়ে নির্বাচনে লড়তে বলেন। অন্য একজন প্রধান হলেও আমি সাধারণ মানুষের কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জিতেছি। বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামী বলেন, উনি বিজেপির হয়ে জিতলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ভরসা করে সাধারণ মানুষের পাশে থেকে কাজ করতে চান। তাই তিনি কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন।

লোকসংস্কৃতি উৎসবের সূচনা মন্ত্রীর

বোলপুর

সংবাদদাতা, বোলপুর : শ্রীনিকেতন শান্তিনিকেতন উন্নয়ন পর্ষদের উদ্যোগে বোলপুর লোকসংস্কৃতি উৎসব ২০২৪ মঙ্গলবার শুরু হল বোলপুরের গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহে। ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত রোজ বিকেল পাঁচটা থেকে চলবে লোকসংস্কৃতি উৎসব। উৎসবের উদ্বোধন করেন শ্রীনিকেতন শান্তিনিকেতন উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান তথা রাজ্যের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্রমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। অনুষ্ঠানে ২০২৩-এ আয়োজিত দুর্গাপুজো কার্নিভালের পুরস্কার দেওয়া হবে জেলার পুজো উদ্যোক্তাদের বলে জানা গিয়েছে।

উৎসবের সূচনায় মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা।

শ্লীলতাহানির অভিযোগে বিজেপি রাজ্যে চিঠি ৫০০ ছাত্রীর

প্রতিবেদন : বিজেপি শাসিত ডবল ইঞ্জিনের রাজ্যে আদৌ সুরক্ষিত নন মহিলারা। বিজেপি শাসিত হরিয়ানায় বিজেপি ঘনিষ্ঠ অধ্যাপকের হাতেই যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে নিরাপত্তা চেয়ে প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন ৫০০ জন ছাত্রী।

হরিয়ানার চৌধুরী দেবীলাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত ৫০০ জন ছাত্রী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টারকে চিঠি লিখে অভিযোগ করেছেন, ওই অধ্যাপককে বরখাস্ত করা হোক। পাশাপাশি হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির মাধ্যমে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং আচার্য রাজ্যপালকে সমস্ত বিষয় জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন ছাত্রীরা। ঘটনাটি ঘটেছে সিরসার চৌধুরী দেবীলাল বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছাত্রীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে একাধিক ছাত্রীর সঙ্গে ক্রমাগত অসভ্যতা করেছেন ওই অধ্যাপক। দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রীদের শ্লীলতাহানি করতেন তিনি। কেউ প্রতিবাদ করতে চাইলে তাঁকে প্রাণনাশের হুমকিও দিতেন। আবার অনেককে পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেওয়া বা কলেজ থেকে বহিষ্কার করার ভয়ও দেখাতেন।

চিঠিতে পড়ুয়ারা অভিযোগ করেছেন, ওই অধ্যাপক একজন রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তি। দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ জানিয়েও কোনও সুরাহা না হওয়ায় বাধ্য হয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টার, রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল ভিজ, জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারম্যান রেখা শর্মাকে চিঠি লিখলেন নির্যাতিতা ৫০০ ছাত্রী। বিজেপি ঘনিষ্ঠ ওই অধ্যাপকের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

মালদ্বীপের ছবি পোস্ট করে বয়কটের ডাক!

হাস্যকর কাণ্ড কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

প্রতিবেদন : মালদ্বীপের ছবি দিয়েই মালদ্বীপ বয়কটের ডাক দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী! মালদ্বীপের বদলে লাক্ষাদ্বীপে যাওয়ার ডাক দিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু যে পোস্ট করেন সেখানে মালদ্বীপ আর ফরাসি এক দ্বীপের ছবি! বিজেপি নেতার এই কাণ্ড নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোলের বন্যা। বলা হচ্ছে, কোনটা মালদ্বীপ আর কোনটা লাক্ষাদ্বীপ, তা না জেনেই বাজার গরম করতে নেমেছেন মন্ত্রী। লাগাতার সমালোচনার মুখে শেষপর্যন্ত পোস্টটি মুছতে বাধ্য হলেন মন্ত্রীমশাই।

মালদ্বীপ-লাক্ষাদ্বীপ ইস্যুতে এই মুহূর্তে উত্তাল দেশ। মালদ্বীপ বয়কটের ডাক দিয়েছেন মন্ত্রী থেকে বিজেপির শীর্ষ স্থানীয় নেতারা। বলিউড ও ক্রীড়াক্ষেত্রের বিশিষ্টরাও প্রচারে শামিল হয়েছেন। মালদ্বীপের তিন মন্ত্রীর ভারতবিরোধী মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছে বিদেশমন্ত্রক। এই ইস্যুতে সোশ্যাল মিডিয়ায় লাক্ষাদ্বীপ-সহ ভারতের বিভিন্ন সমুদ্র সৈকতের ছবি দিয়ে মালদ্বীপের পরিবর্তে সেই জায়গাগুলিতে ভ্রমণের বার্তা দিয়ে প্রচার চলছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজুও তাতে শামিল হন। আর লাক্ষাদ্বীপের পক্ষে প্রচার শুরু করতে গিয়ে তিনি পোস্ট করেন মালদ্বীপ এবং ফ্রান্সের বোরাবরা দ্বীপের ছবি। যা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে তুমুল হাস্যাস্পদ হতে হয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে। ফ্যাক্ট-চেকিং ওয়েবসাইট বুম কিরেন রিজিজুর শেয়ার করা দুটি ছবিকে চেক করে জানিয়েছে, একটি ছবি মালদ্বীপের এবং অন্যটি ফ্রান্সের বোরা বোরা দ্বীপের। পরিস্থিতি বুঝে সেই ট্যুইট মুছে দেন বিজেপির শীর্ষ নেতা।

এদিকে ভারতীয়দের বয়কটের ডাকের মধ্যেই মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জু চিনকে আরও পর্যটক পাঠাতে বলেছেন। চিনের বেল্ট অ্যান্ড রোড পরিকল্পনার প্রশংসা করে মুইজ্জু বলেন, বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রকল্প মালদ্বীপে উল্লেখযোগ্য পরিকাঠামো তৈরি করেছে। এই কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। চিন ঘনিষ্ঠ মালদ্বীপ প্রেসিডেন্টের এই বার্তা নয়াদিল্লির উপর বাড়তি চাপ তৈরি করল।

স্বামীর থেকে দূরে রাখতে ৪ বছরের সন্তানকে খুন মায়ের

প্রতিবেদন : চার বছরের একরত্তি সন্তানকে হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন বেঙ্গালুরুর এক স্টার্টআপ সংস্থার কর্ণধার সূচনা শেঠ। আর ঘটনা সূত্রে উঠে আসছে হাড়হিম করা দৃশ্যপট। গোয়ায় বেড়াতে যাওয়ার নাম করে বেরিয়ে হোটেলের ভিতর শিশুসন্তানকে খুন করে তার ব্যাগবন্দি দেহ নিয়ে নির্বিকার মুখে বেরিয়ে যান মা।

স্টার্টআপ সংস্থার কর্ণধারের কীর্তি

কেন নিজের একরত্তি ছেলেকে হত্যা করলেন মা? পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এল খুনের পেছনে চাঞ্চল্যকর কারণ। ছেলের সঙ্গে তার বাবার (অভিযুক্তের প্রাক্তন স্বামী) মেলামেশা পছন্দ করতেন না সূচনা। ছেলের থেকে বাবাকে দূরে রাখার জেদে পৃথিবী থেকেই একেবারে ছেলেকে সরিয়ে ফেলেছেন তিনি!

সন্তানকে খুনের পিছনের কারণ প্রসঙ্গে পুলিশ সূত্রে খবর, ২০১০ সালে কেরলের ভেঙ্কট রমনের সঙ্গে বিয়ে হয় সূচনার। ২০১৯ সালে তাঁদের একটি পুত্রসন্তান হয়। কিন্তু এর এক বছরের মধ্যেই পরিস্থিতি বদলে যায়। ২০২০ সালে বিচ্ছেদের দাবি নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন সূচনা এবং ভেঙ্কট। বিচ্ছেদের সময় ছেলে অত্যন্ত ছোট থাকায় ছেলের দায়িত্ব মাকেই দিয়েছিল আদালত। তবে প্রতি রবিবার বাবা-ছেলের দেখা করার অনুমতিও দিয়েছিল আদালত। আর সেটাই চরম অপছন্দের ছিল সূচনার। স্বামী তাঁর থেকে ছেলেকে কেড়ে নেবেন, এই ভয়ই নাকি গ্রাস করতে শুরু করেছিল তাঁকে। ছেলেকে বাবার থেকে দূরে রাখতে শেষমেশ তাকে খুন করলেন বেঙ্গালুরুর স্টার্টআপ সংস্থার কর্ণধার।

গত ৬ জানুয়ারি শনিবার ছেলেকে গোয়ায় ঘুরতে নিয়ে আসেন সূচনা। ক্যান্ডোলিমে নামের একটি হোটেলে ওঠেন মা-ছেলে। কিন্তু সোমবার হোটেল থেকে চেকআউটের সময়ে তিনি একা ছিলেন। সঙ্গে ছিল একটি বড় ব্যাগ। হোটেল থেকেই একটি ট্যাক্সি বুক করে তিনি রওনা দেন বেঙ্গালুরুর উদ্দেশে। সূচনা হোটেলের ঘর ছাড়ার পর সেই ঘর পরিষ্কার করতে এসে মেঝেতে রক্তের দাগ দেখতে পান কর্মচারীরা। পুরো বিষয়টা হোটেল কর্তৃপক্ষকে জানান কর্মীরা। এরপরেই তাঁরা খবর দেন পুলিশে। পুলিশ এসে যোগাযোগ করেন ওই ট্যাক্সি চালকের সঙ্গে। কর্নাটকের চিত্রদুর্গ থেকে ব্যাগে ছেলের দেহ সহ গ্রেফতার হন সূচনা শেঠ। হাড়হিম করা ঘটনায় বিস্মিত সবাই।

একদিনেই নতুন ৬০৫ সক্রিয় কেস

প্রতিবেদন : কোভিড নিয়ে আতঙ্ক বাড়ছে চিকিৎসকদের। দেশে একদিনে নতুন ৬০৫টি সক্রিয় কেস ধরা পড়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, গত ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত দৈনিক কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা লক্ষণীয় হারে কমে গিয়েছিল। কিন্তু এখন নতুন ভ্যারিয়েন্টের সংক্রমণ বৃদ্ধির ফলে আক্রান্তের সংখ্যা আবার ঊর্ধ্বমুখী। দেশে মোট সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৪০০২। সম্প্রতি কোভিডের নতুন উপপ্রজাতি জেএন.১ আক্রান্ত দু'জনের খোঁজ মিলেছে বাংলায়। রাজধানী দিল্লিতে বেড়ে চলেছে কোভিড জেএন.১-এর সংক্রমণ। নতুন করে ২৪ জনের মধ্যে এই প্রজাতির সংক্রমণের হদিশ পাওয়া গিয়েছে। এরমধ্যে তিনজন রোগী দিল্লির বাইরে থেকে আসা।

কোভিড

সর্বাত্মক লড়াইয়ের ডাক মুখ্যমন্ত্রীর

(প্রথম পাতার পর)

আর রামমন্দির নিয়ে নেত্রীর স্পষ্ট বক্তব্য, ভোটের আগে গিমিক করতে রামমন্দির উদ্বোধন করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কালকে আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, রামমন্দির নিয়ে আপনার কী বক্তব্য? যেন আর কোনও কাজ নেই। একটাই কাজ। আমি বললাম, ধর্ম যার যার নিজের, উৎসব কিন্তু সবার। আমি সেই উৎসবে বিশেষ করি যা সবাইকে নিয়ে চলে। এরপরেই গেরুয়া শিবিরতে তোপ দেগে তৃণমূল সভানেত্রী বলেন, ভোটের আগে আপনারা গিমিক করছেন, করুন। আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু তা বলে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে অবহেলা করা কারও কাজ নয়।

সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনার খুনের ঘটনা নিয়েও এদিন সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, কয়েকদিন আগে এখানে একটা খুন হয়েছিল। কারা এই ভাড়াটে খুনিদের ভাড়া করে, তাদের আগে খুঁজে বের করতে হবে। মানুষ খেতে না পেলে কেউ ৫ টাকা সাহায্য করে না, অথচ ১৩-১৫ লক্ষ টাকা দিয়ে মানুষ মারার জন্য খুনি ভাড়া করছে!" বগটুই-কাণ্ডে সিবিআই হেফাজতে লালন শেখের মৃত্যুর ঘটনায়ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন মমতা। প্ররোচনায় পা না দেওয়ার আর্জিও জানান তিনি।

রাজ্যের প্রাপ্য টাকা আটকে রাখা নিয়ে কেন্দ্রকে ফের নিশানা করলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ২০১১ সাল থেকে পঞ্চায়েত এবং পুর এলাকা মিলিয়ে ৫০ লক্ষ মানুষের বাড়ি তৈরি করে দিয়েছি আমরা। কেন্দ্রের কাছ থেকে শুধুমাত্র গৃহ প্রকল্পেই এখনও পর্যন্ত ২৯ হাজার কোটি টাকা পাই। তাই আবেদন করেও এখনও অনেকে বাড়ি পাননি। এরা নির্বাচনের সময় শুধু ভোট করতে আসে। ধর্মে-ধর্মে ভেদাভেদ ঘটাতে আসে এখানে। তারপর বাংলাকে তার প্রাপ্য টাকা দেয় না।

অসময়ে চলে গেলেন উস্তাদ রশিদ খান

(প্রথম পাতার পর)

এই কঠিন শোকের সময় তাঁর পরিবার-পরিজনদের সমবেদনা জানাই।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে ব্যতিক্রমী অবদানের জন্য পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ উপাধিতে সম্মানিত হয়েছিলেন তিনি। রাজ্যের সর্বোচ্চ সম্মান বঙ্গবিভূষণে ভূষিত হয়েছিলেন অসাধারণ জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী উস্তাদ রশিদ খান। পণ্ডিত ভীমসেন যোশী যাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন, ভারতীয় রাগসঙ্গীতের ভবিষ্যৎ। এদিন সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বেসরকারি হাসপাতালে রশিদ খানের মরদেহ রাখা ছিল। সেখান থেকে দেহ নিয়ে যাওয়া হয় পিস ওয়ার্ল্ডে। আজ, বুধবার তাঁর শেষকৃত্য হবে। তবে তার আগে আজ সকাল ৯টা থেকে রবীন্দ্রসদনে উস্তাদজির মরদেহ রাখা থাকবে, যাতে তাঁর গুণমুগ্ধরা তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে পারেন। গোটা বিষয়টির দায়িত্বে থাকছেন ইন্দ্রনীল সেন, অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিমরা। এরপর দুপুর একটায় কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে সেখানেই দেওয়া হবে গান-স্যালুট। উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী। থাকবেন নগরপাল এবং পুলিশের পদস্থ কর্তারা। সেখান থেকে শিল্পীর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হবে তাঁর নাকতলার বাসভবনে। সেখানে পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে ধর্মীয় আচার পালনের পরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে টালিগঞ্জের কবরস্থানে। শেষযাত্রার দায়িত্বে থাকবেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং মেয়র ও মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

আদতে উত্তরপ্রদেশের বদায়ুর মানুষ রশিদ খান কলকাতায় এসেছিলেন ১৯৮০-র এপ্রিলে, মাত্র ১৪ বছর বয়সে। তারপর কলকাতাকে কেন্দ্র করেই তাঁর সঙ্গীত-সাধনা। দিন শেষে নিজের এক্স হ্যান্ডেলেও শোক বার্তা জানিয়েছেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দেশ বিদেশ

10 January, 2024 • Wednesday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

মালদ্বীপের তিন মন্ত্রী ভারত এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করার পর থেকে কমপক্ষে ১৪ হাজার হোটেল এবং প্রায় চার হাজার বিমানের টিকিট বাতিল করেছেন ভারতীয়রা। এই ঘটনা মালদ্বীপের পর্যটন এবং অর্থনীতিতে বড় ধাক্কা বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা

ফের নামবদলের চেষ্টা বিজেপির, এবার গাজিয়াবাদ

প্রতিবেদন : ইতিহাস বদলের চেষ্টা জারি। কোনও জায়গার মুসলিম-ঘেঁষা নাম দেখলেই তা বদল করে ফেলা মোদি ও যোগী জমানায় এখন বিজেপির রুটিন কর্মসূচি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকেই এভাবে ইতিহাস বদল করে গৈরিকীকরণের পথে এগোচ্ছে বিজেপি। উত্তরপ্রদেশে এই নামবদলের ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটছে। উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদ ও ফৈজাবাদের পর এবার গাজিয়াবাদেরও নতুন নামকরণ করতে চলেছে গেরুয়া শিবির। উত্তরপ্রদেশের কিছু হিন্দু সংগঠন ক্রমাগত এর জন্য দাবি তুলছে। ব্যাপক প্রচারও চালানো হচ্ছে তা নিয়ে।

যোগীরাজ্যে গেরুয়াকরণ

মঙ্গলবার গাজিয়াবাদ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সভায় প্রথমবারের মতো এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনাও হয় বলে জানা গিয়েছে।

এর আগে গৈরিকীকরণের পথে হেঁটে এলাহাবাদ হয়েছে প্রয়াগরাজ, মুঘলসরাই হয়েছে দীনদয়াল উপাধ্যায় নগর, ফৈজাবাদ হয়েছে অযোধ্যা, ফিরোজাবাদ হয়েছে চন্দ্রনগর, আলিগড় হয়েছে হরিগড়। নামবদলের এই তালিকায় নতুন সংযোজন গাজিয়াবাদ। এর আগেও যেসব জায়গার নামের সঙ্গে মুসলিম নামের সাদৃশ্য পাওয়া গিয়েছে, পদ্ম শিবিরের নির্বিচার কোপ পড়েছে সেইসব জায়গার উপরে। এবার সেই তালিকায় যোগ হল গাজিয়াবাদ। গাজিয়াবাদের নাম বদলে দুটি নামের প্রস্তাব করা হয়েছে, 'গজনগর' এবং 'হরনন্দি নগর'। মেয়র সুনীতা দয়াল জানিয়েছেন, বেশ কিছুদিন ধরেই গাজিয়াবাদের নাম পরিবর্তনের জন্য অনুরোধ আসছে। স্থানীয় দুধেশ্বরনাথ মন্দিরের পুরোহিত মহন্তনারায়ণ গিরি গত বছর মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের কাছে একটি স্মারকলিপি দিয়ে নাম পরিবর্তনের অনুরোধ করেছিলেন। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করার আশ্বাসও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

উল্লেখ্য, হিন্দন নদীর তীরে অবস্থিত গাজিয়াবাদের ইতিহাস হস্তিনাপুরের সঙ্গে যুক্ত বলে কথিত। এই নাম গজ অর্থাৎ হাতির সঙ্গে সম্পর্কিত। ১৭৩৯ সালে নাদির শাহ এই অঞ্চল আক্রমণ করেন। সেই অনুযায়ী ১৭৪০ সালে গাজিউদ্দিননগর প্রতিষ্ঠা করলেও ব্রিটিশ আমলে এই নাম উচ্চারণে ব্রিটিশরা সমস্যার সম্মুখীন হয়। তাই ১৮৬৪ সালে এই জায়গার নাম পরিবর্তন করে গাজিয়াবাদ রাখা হয়।

বাংলাদেশের ভোট নিয়ে অখুশি ব্রিটেন ও মার্কিন প্রশাসন

মন্তব্যে নারাজ নির্বাচন কমিশন

প্রতিবেদন : বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রত্যাশিতভাবেই বিপুল আসন জিতে ফের ক্ষমতা দখল করেছে আওয়ামী লিগ। রেকর্ড ভোটে জিতেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশে আওয়ামি লিগের বিজয়ে সন্তোষপ্রকাশ করে হাসিনাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে ভারতও। কিন্তু এর মধ্যেই বাংলাদেশের নির্বাচনকে বিরোধীশূন্য, একপেশে ও অগণতান্ত্রিক বলে তোপ দেগেছে একাধিক দেশ, যার মধ্যে অন্যতম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন। এই দুই দেশই বিরোধীশূন্য নির্বাচনে জনমতের সঠিক প্রতিফলন হয়নি বলে মনে করে। যদিও দুই দেশের এই প্রতিক্রিয়া নিয়ে মঙ্গলবার মন্তব্য এড়িয়ে গিয়েছে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন।

মার্কিন বিদেশমন্ত্রকের পক্ষ থেকে বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠ হয়নি। বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার, শান্তিপূর্ণ সমাবেশের স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন করে মার্কিন প্রশাসন। সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লিগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করলেও রাজনৈতিক বিরোধী দলগুলির হাজার হাজার সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাংলাদেশে নির্বাচনের দিন একাধিক অনিয়মের খবরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন বলে জানানো হয়েছে।

একই সুরে একপেশে নির্বাচন হয়েছে বলে কটাক্ষ করেছে ব্রিটেন। সেদেশের বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মানদণ্ড অনুযায়ী

হয়নি। গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়া নির্ভর করে গ্রহণযোগ্য, অবাধ ও সুষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ওপর। মানবাধিকার, আইনের শাসন ও যথাযথ প্রক্রিয়া মেনে ভোট হয়নি। ভোটের আগে বিরোধী দলের অসংখ্য নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে যা গণতান্ত্রিক মতপ্রকাশের পরিসরকে সংকুচিত করেছে।

এদিকে আমেরিকা ও ব্রিটেনের বিবৃতির বিষয়ে প্রতিক্রিয়া নিয়ে মঙ্গলবার মন্তব্য এড়িয়ে গিয়েছে নির্বাচন কমিশন। কমিশনার মহম্মদ আলমগীর এদিন সাংবাদিকদের বলেন, আমাদের যা বক্তব্য তা ইতিমধ্যেই প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) স্পষ্ট করেছেন। এর বাইরে আলাদা করে কোনও বক্তব্য নেই।

কমিশনার আলমগীর বলেন, কমিশন সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেছে। সন্তুষ্টি, অসন্তুষ্টির বিষয়ে কিছু বলা সম্ভব নয়, তবে নিয়ম অনুযায়ী যা করার দরকার তা সবই করা হয়েছে। নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠ হয়েছে। আলমগীর জানান, দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে ২৯৮ আসনে বিজয়ীদের গেজেট নির্বাচন কমিশন অনুমোদন করেছে।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয়ের পর ১৫ অগাস্টের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। বোন রেহানা ও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে রাজধানীর বনানী কবরস্থানে ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে দেন আওয়ামি লিগের নেত্রী। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মঙ্গলবার সকালে ঢাকার ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন প্রধানমন্ত্রী।

পদত্যাগ করলেন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী

প্রতিবেদন : নির্বাচনের আগেই পদত্যাগ করলেন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী এলিজাবেথ বর্ন। এক্স হ্যান্ডেলে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে পোস্ট করেছেন প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। মন্ত্রিসভায় রদবদলের কারণেই এলিজাবেথ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। ফ্রান্সের ইতিহাসে দ্বিতীয় মহিলা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এলিজাবেথ। দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর ২০২২ সালের মে মাসে তাঁকে নিযুক্ত করেন ম্যাক্রোঁ। চলতি বছরের মাঝামাঝি সময় নির্বাচন হবে। সেক্ষেত্রে এলিজাবেথের পর ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী পদের দৌড়ে রয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী গ্যাব্রিয়েল আত্তল এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী সেবাস্তিয়ান লেকর্নু। এছাড়াও সেদেশের অর্থমন্ত্রী এবং প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী নাম নিয়েও জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। এলিজাবেথ পদত্যাগ করার পর তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, ম্যাডাম প্রধানমন্ত্রী, প্রিয় এলিজাবেথ, দেশের স্বার্থে আপনার কাজ দৃষ্টান্তমূলক। সরকারে প্রতিটি পদক্ষেপ আপনি নিষ্ঠা এবং একাগ্রতার সঙ্গে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেছেন।

লোকসভার আগে আবার বিজেপির এজেন্সি তৎপরতা

প্রতিবেদন : ফের চেনা কায়দায় বিজেপির এজেন্সি-তৎপরতা। সামনে লোকসভা নির্বাচন। বিহারে আরজেডির অবস্থা সম্ভাবনাময় বুঝে দাঁত-নখ বের করল কেন্দ্রীয় এজেন্সি। বছরভর শীতঘুমে থাকার পর লোকসভা নির্বাচনের কয়েক মাস আগে বিরোধীদের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে উঠছে তদন্তকারী এজেন্সিগুলি। রেলের জমির বিনিময়ে চাকরির মামলায় মঙ্গলবার প্রথম চার্জশিট দাখিল করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সেখানে নাম উঠল লালুপ্রসাদের স্ত্রী তথা বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী এবং তাঁদের কন্যা মিসা ভারতীর। এছাড়াও নাম রয়েছে যাদব পরিবারের ঘনিষ্ঠ অমিত কাত্যালের। জমির বিনিময়ে চাকরির মামলায় গত বছর নভেম্বরে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি গ্রেফতার করেছিল অমিত কাত্যালকে। তাঁকে জেরা করার পরই লালুকে নোটিশ পাঠানো হয়েছিল বলে ইডি দাবি করে। অন্যদিকে, চলতি বছর ৫ জানুয়ারি ইডির দফতরে হাজির হওয়ার জন্য নোটিশ পাঠানো হয়েছিল তেজস্বীকে যাদবকে। এর আগেও অবশ্য আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ, তাঁর স্ত্রী রাবড়ি দেবী ও কন্যা মিসা ভারতীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল সিবিআই। তবে এদিনের চার্জশিটে যাদব পরিবারের নামের পাশাপাশি নাম রয়েছে হিমা যাদব, হৃদয়ানন্দ চৌধুরী এবং দুটি প্রতিষ্ঠানের। আগামী ১৬ জানুয়ারি শুনানির জন্য মামলাটি তালিকাভুক্ত করেছে আদালত।

ইডির চার্জশিটে নাম লালুর মেয়ে-বউয়ের

চিনা প্রযুক্তির সহায়তায় কাশ্মীর দখলের চেষ্টা পাকিস্তানের?

প্রতিবেদন : কাশ্মীরের পুঞ্চে জঙ্গি হামলার পরই দেশের গোয়েন্দা সংস্থা সন্দেহ করেছিল সেই হামলায় হাত রয়েছে পাকিস্তান ও চিনের। এরপর গোয়েন্দাদের সাম্প্রতিক একটি রিপোর্টেও চাঞ্চল্যকর দাবি করা হয় যেখানে দেখা যাচ্ছে হামলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপেই জঙ্গিরা ব্যবহার করেছে চিনা প্রযুক্তি। অস্ত্র থেকে ক্যামেরা সবই চিনা প্রযুক্তিতে তৈরি। কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ওপর ঘটানো তিনটি আক্রমণেই জঙ্গিদের হাতে চিনের প্রযুক্তি থাকার প্রমাণ মিলেছে বলে খবর। পুঞ্চে হামলার দায় স্বীকার করেছে লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গিগোষ্ঠীর একটি শাখা। কাশ্মীরে ২০২৩ সালেই সেনাবাহিনীর ওপর তিনটি হামলার ঘটনা ঘটেছে। সবক্ষেত্রেই ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনী নজরকাড়া এক সাদৃশ্য পেয়েছে, যা দেশের নিরাপত্তার জন্য বড়মাপের আশঙ্কা তৈরি করছে। জঙ্গি আক্রমণের জন্য সংকেত পাঠাতে যে ডিভাইস লস্কর ব্যবহার করেছে তা চিনা প্রযুক্তিতে তৈরি চিনা ডিভাইস। যে স্নাইপার নিয়ে জঙ্গিরা হামলা চালিয়েছে তাও চিনে তৈরি করা। এমনকী হামলার পর হামলা সংক্রান্ত ছবি শেয়ার করার জন্য যে যন্ত্র তারা ব্যবহার করেছে তাও চিনা প্রযুক্তিতে তৈরি।

পাকিস্তান ও চিনের বৈদেশিক চুক্তিতে দু'দেশের মধ্যে অস্ত্র ও প্রযুক্তি বিনিময়ের শর্ত রয়েছে। অর্থাৎ চিন পাকিস্তানকে নিয়মিত অস্ত্র ও প্রযুক্তি সরবরাহ করে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে পাকিস্তান থেকে ভারতের ওপর হামলা চালানো জঙ্গিগোষ্ঠীর হাতেও সেই চিনা অস্ত্র, এমনকী প্রযুক্তিও। প্রশ্ন ওঠে, জঙ্গিগোষ্ঠী এই প্রযুক্তি কোথা থেকে পাচ্ছে? তাহলে কি পাক প্রশাসনই ভারতবিরোধী কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য লস্কর-ই-তৈবা, জইশ-ই-মহম্মদের মতো জঙ্গিদের এসব সামগ্রী সরবরাহ করছে? যদি পাকিস্তানের থেকেই এই অস্ত্র ও প্রযুক্তি লস্কর, জইশ পেয়ে থাকে তাহলে কাশ্মীরে নাশকতার পিছনে পাক প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতের অভিযোগই প্রতিষ্ঠিত হয়। একইসঙ্গে প্রশ্ন উঠছে, নাশকতার ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর এত দেরিতে গোয়েন্দাদের ঘুম ভাঙছে কেন?

যেসব শিশুর অ্যালার্জির সমস্যা রয়েছে তাদের প্রতিবছর ফ্লু ভ্যাকসিন দিয়ে নিন। এতে খুব ভাল নিউমোনিয়া প্রতিরোধ হবে

অজানা নিউমোনিয়া

শীত আসতে না আসতে ঘরে ঘরে সর্দি-কাশি-জ্বর। নেই স্বস্তি আর তার মাঝেই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে নতুন এক নিউমোনিয়া। যার মূলে রয়েছে মাইকোপ্লাজমা নিউমোনি। মূলত কোভিডের পর চিনে ছড়িয়েছিল এই রোগ কিন্তু ইদানীং এ-দেশেও শোনা যাচ্ছে। আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরা। চিন আবারও গোটা বিশ্বের আতঙ্কের কারণ। কী এই অজানা নিউমোনিয়া? সাধারণ নিউমোনিয়ার সঙ্গে ফারাক কোথায়? উপসর্গ এবং প্রতিরোধই কী! লিখছেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

গত মাসের শেষেই কলকাতায় বছর দশেকের একটি মেয়ে অ্যাকিউট নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে সিভিয়র কন্ডিশনে হাসপাতালে ভর্তি হয়। সংবাদমাধ্যমে সেই খবর প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমে উপসর্গ দেখে মনে হয়েছিল অ্যাডিনো ভাইরাসের সংক্রমণ। কিন্তু পরে মেয়েটির থুতু-লালার নমুনা পরীক্ষা করে ধরা পড়ে মাইকোপ্লাজমা নিউমোনি। যে ব্যাকটেরিয়াটি মেয়েটির হওয়া অ্যাকিউট নিউমোনিয়ার জন্য দায়ী। পার্ক সার্কাসের ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড হেলথে ভর্তি করা হয়েছিল মেয়েটিকে। জানা গিয়েছে সর্দি ও শুকনো কাশির উপসর্গ দেখা গিয়েছিল মেয়েটির সঙ্গে ছিল ধুম জ্বর। এমন একটি খবরে শহরবাসীর কপালে চিন্তার ভাঁজ। কারণ শুধু কলকাতা নয়, ভারতের উত্তরাখণ্ডেও এই রোগ দেখা দিচ্ছে। বিশেষজ্ঞের মতে, মাইকোপ্লাজমা নিউমোনি ব্যাকটেরিয়াই বিরল নিউমোনিয়ার কারণ। একে বিশেষজ্ঞরা অজানা নিউমোনিয়া নামকরণ করেছেন। আবার কেউ কেউ বলছেন চাইনিজ নিউমোনিয়া। সুদূর চিনদেশে যে রোগটি বিগত বছর থেকেই চিনবাসীর ঘুম কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু এদেশে সেই রোগ এল কী করে তার কারণটা রহস্যে ঘেরা।

কী এই মাইকোপ্লাজমা নিউমোনি

ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া সবই মাইক্রোস্কোপিক প্যাথোজেন বা প্যাথোজেন যা থেকে এই জাতীয় রোগ ছড়ায়। মাইকোপ্লাজমা নিউমোনি হল মলিকিউট শ্রেণির খুব ছোট্ট ব্যাকটেরিয়া। এই ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ করলে এক বিরল নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয় শিশুরাই বেশি। এটি গলা এবং শ্বাসযন্ত্রকে প্রভাবিত করে, যা থেকে নিউমোনিয়া হতে পারে।

রেসপিরেটেরি সিনসিটিয়াল ভাইরাস বা আরএসভি এক ধরনের ভাইরাস। এই ভাইরাসটি 'আপার রেসপিরেটেরি', নাক এবং গলাকে প্রভাবিত করে। এটি সর্দি, কাশি এবং জ্বরেরও কারণ।

মাইকোপ্লাজমা এএসভি বা ইনফ্লুয়েঞ্জা খুব সাধারণ রোগ, যা খুব গুরুতর না হলে অ্যান্টিবায়োটিক খেলে সেরেও যায়। গত বছরের একেবারে শেষদিকে এই নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে চিনের অসংখ্য শিশু হাসপাতালে ভর্তি হয়। এরপর রোগটি শুধু চিনেই সীমাবদ্ধ থাকেনি ছড়িয়ে পড়েছিল আমেরিকা এবং নেদারল্যান্ডসেও। প্রথমে একে অজানা নিউমোনিয়া বললেও পরে এর নতুন নামকরণ হয় 'হোয়াইট লাং সিনড্রোম'।

এই নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত শিশুদের বুকের এক্স-রে করলে ফুসফুসের উপর সাদা সাদা দাগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সে কারণেই বিশেষজ্ঞরা এই রোগটির নাম দিয়েছেন 'হোয়াইট লাং সিনড্রোম'। তাঁরা বলছেন, ফুসফুসের অ্যালভিওলা বা রন্ধ্রজনিত কোনও রোগের কারণে 'হোয়াইট লাং সিনড্রোম' হতে পারে। আবার সিলিকোসিস রোগে আক্রান্ত হলেও ফুসফুসে এই রোগে দানা বাঁধতে পারে। এই রোগের আওতায় পড়ছে অ্যাকিউট রেসপিরেটেরি ডিস্ট্রেস সিন্ড্রোম, পালমোনারি অ্যালভিওলার মাইক্রোলিথিয়াসিস ও সিলিকা।

তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, চাইনিজ নিউমোনিয়া কোনও একটি ভাইরাস নয়। একাধিক ভাইরাসের প্রভাবে সংক্রমিত হচ্ছে শিশু। যেমন, সার্স-কোভিড টু, প্যারাইনফ্লুয়েঞ্জা, এইচ নাইনএনটু, রেসপিরেটেরি সিনিক্যাল ভাইরাস, মাইকোপ্লাজমা নিউমোনিয়া ভাইরাসের সম্মিলিত সংক্রমণ দেখা যাচ্ছে রোগীর শরীরে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই শরীরে পড়ছে সাংঘাতিক প্রভাব।

কেন সতর্কতা

ফুসফুসের লোয়ার রেসপিরেটেরি ট্র্যাক্টে যে সংক্রমণ হয় তাকে নিউমোনিয়া বলা হয়। নিউমোনিয়াকে আগে আমরা অ্যাকিউট রেসপিরেটেরি ইনফেকশন বা এআরআই বলে জানতাম। এটি ফুসফুসে ফোলাভাব সৃষ্টি করে। যা সাধারণত কিছু সংক্রমণের কারণে ঘটে। ঠিক সময় ডায়াগনোসিস এবং চিকিৎসা শুরু না হলে নিউমোনিয়ায় মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। শীতকালে জীবাণুর দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি হয় বলে এই সময়ে নিউমোনিয়ার প্রকোপে শিশু এবং বয়স্করা বেশি আক্রান্ত হন। নিউমোনিয়া মূলত তিন ধরনের। কমিউনিটি অ্যাকুয়ার্ড নিউমোনিয়া (ক্যাপ), হসপিটাল অ্যাকুয়ার্ড নিউমোনিয়া (হ্যাপ) আর ভেন্টিলেটর অ্যাকুয়ার্ড নিউমোনিয়া (ভ্যাপ)। এর মধ্যে হ্যাপ এবং ভ্যাপে আক্রান্ত হওয়া মানুষের শরীরের দ্রুত অবনতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সে-কারণেই এই রোগে কড়া সতর্কতা জরুরি।

অজানা বা চাইনিজ নিউমোনিয়ার লক্ষণ

- অস্বাভাবিক জ্বর। তাই শিশুর জ্বর আসার পর তা যদি ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং কিছুতেই না কমে, তখন অবশ্যই সতর্ক হতে হবে।
- জ্বরের সঙ্গে প্রবল কাশিও হতে পারে এবং বুকে ব্যথা অনুভূত হতে পারে।
- নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে। কখনও এই ধরনের লক্ষণ দেখা দিলে দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- বমি ও ডায়েরিয়ার সমস্যাও দেখা দিতে থাকে একই সঙ্গে। একাধিক ভাইরাসের আক্রমণ শরীরকে খুব দুর্বল করে দেয়।
- প্রবল ডায়েরিয়া দেখা দেয়।
- জ্বর আর কাশি না কমলে প্রথমেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে বুকের এক্স-রে করে নিতে হবে। একসঙ্গেই জ্বরের মাত্রা না কমলেও শিশুকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ভর্তি করানোই শ্রেয়।
- শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে এই অসুখের জীবাণু শরীরের মধ্যে দ্রুত ছড়াতে থাকে। তাই আপনার শিশু যদি ইতিমধ্যেই অন্য কোনও রোগে ভোগে তাহলে এই ধরনের লক্ষণ দেখলেই আগেভাগে সতর্ক হওয়া জরুরি।

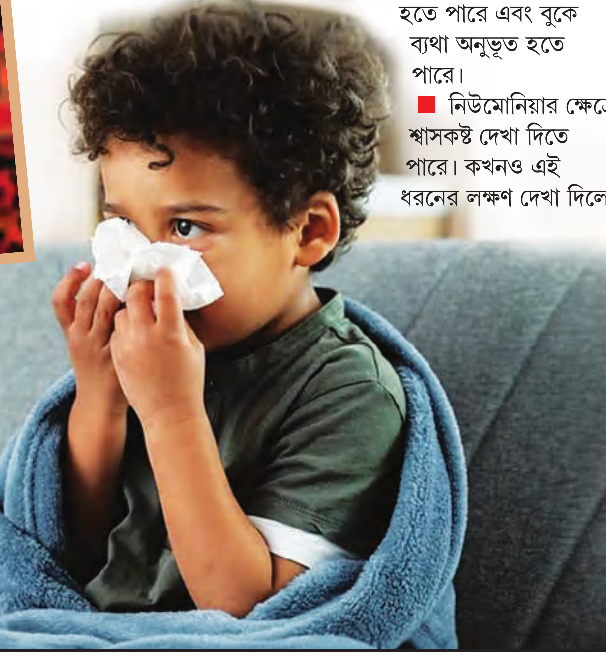

আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই

গত বছর দিল্লি এমসে নিউমোনিয়া আক্রান্ত প্রায় ৬০০ শিশুর উপরে একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছে। তাতে সাতজনের শরীরে এই বিশেষ জীবাণুটি অর্থাৎ মাইকোপ্লাজমা নিউমোনি ব্যাকটেরিয়ার খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল। তবে বিশেষজ্ঞেরা বলছেন এই রোগ হলেও আতঙ্কিত হয়ে পড়ার মতো কিছু নেই। এই নিউমোনিয়ায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনও অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন পড়ে না। যদি দিতেই হয় তবে অ্যারিথ্রোমাইসিনের মতো অ্যান্টিবায়োটিকেই কাজ হয়। অতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া কখনওই উচিত নয় তাতে ফল বিপরীত হতে পারে— যেটা চিনে হয়েছে। প্রয়োজন ছাড়াই অ্যান্টিবায়োটিক খেলে শরীরে অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। যার ফলে সেগুলি কাজ করা বন্ধ করে দেয়। আবার অতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিক খেলে শরীরে খারাপ ব্যাকটেরিয়ার সঙ্গে অনেক ভাল ব্যাকটেরিয়াও নষ্ট হয়ে যায়।

ভারতে মাইকোপ্লাজমা নিউমোনিয়া নতুন কিছু নয়। এই ব্যাকটেরিয়াটি পুরনো। বহু আগে এই ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ হয়েছিল। চিনেও এই মাইকোপ্লাজমা নিউমোনিয়া বহু পুরনো। ইদানীং আবার বাড়-বাড়ন্ত হয়েছে। স্বস্তি এটাই, এই দেশে শিশুদের মধ্যে এই রোগ দেখা গেলেও একেবারে সদ্যোজাতদের ক্ষেত্রে এই রোগ পাওয়া যায়নি। এই রোগের উপসর্গ শরীরে এলে জ্বর পাঁচদিনের বেশি থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। শিশুদের অবশ্যই ভ্যাকসিন দেওয়ান।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যর্থতার পর মুম্বই রঞ্জি দলে ফিরলেন শ্রেয়স আইয়ার

যুব লিগে ড্র

■ **প্রতিবেদন :** ফেডারেশনের অনূর্ধ্ব ১৭ এলিট লিগের ফিরতি ডার্বি অমীমাংসিতভাবে শেষ হল। মঙ্গলবার ইস্টবেঙ্গল মাঠে ছোটদের বড় ম্যাচ গোলশূন্যভাবে শেষ হল। প্রথম পর্বের ডার্বিতে মোহনবাগানকে চার গোল দিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। এদিন প্রতিপক্ষের মাঠে গিয়ে বদলা নেওয়ার সুযোগ ছিল সবুজ-মেরুনের ছোটদের। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল মাঠে টানটান উত্তেজনার ম্যাচে দুই প্রধানের যুব দলের কেউই গোল করতে পারেনি। যদিও ম্যাচে কিছুটা হলেও ইস্টবেঙ্গলের প্রাধান্য বেশি ছিল। তবে দুই প্রধানের রক্ষণ এদিন জমাট থাকায় ম্যাচে কোনও গোল হয়নি। মোহনবাগান লিগে টানা ছ'টি ম্যাচে কোনও গোল না খেয়ে ক্লিন-শিট রাখল। দু'দলেরই ৭ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট। তবে গোল পার্থক্য ও মুখোমুখি সাক্ষাতে এগিয়ে থাকায় শীর্ষে ইস্টবেঙ্গল। দুইয়ে মোহনবাগান।

মেহুলির সোনা

■ **জাকার্তা :** এশিয়ান অলিম্পিক কোয়ালিফিকেশনে রাইফেল ও পিস্তল ইভেন্টে আরও দু'টি সোনা ঘরে তুলল ভারত। মঙ্গলবার জাকার্তায় আয়োজিত টুর্নামেন্টে ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের মিক্সড টিম ইভেন্টে সোনা জিতেছেন বাংলার মেয়ে মেহুলি ঘোষ ও রুদ্রাক্ষ পাটিল। ফাইনালে মেহুলিরা ১৬-১০ পয়েন্টে হারিয়েছেন প্রতিপক্ষ চিনা জুটিকে। দিনের অপর সোনা এসেছে এয়ার রাইফেলের জুনিয়র মিক্সড টিম ইভেন্টে। এছাড়া একটি রুপো এবং একটি ব্রোঞ্জ পদকও জিতেছে ভারত।

জয়ী শ্রীকান্ত

■ **মালয়েশিয়া :** মালয়েশিয়া ওপেন সুপার ১০০০ টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডে জয় পেলেন কিদাম্বি শ্রীকান্ত। মঙ্গলবার শ্রীকান্ত হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর বিশ্বের পাঁচ নম্বর জোনাথন ক্রিস্টিকে ১২-২১, ২১-১৮, ২১-১৬ গেমে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন। প্রথম গেম হারের পর, দ্বিতীয় গেম জিতে ম্যাচে সমতা ফেরান শ্রীকান্ত। নির্ণায়ক তৃতীয় সেটে একটা সময় ৯-১৪ পয়েন্টে পিছিয়ে পড়েছিলেন। যদিও দারুণ কামব্যাক করে টানা সাত পয়েন্ট জিতে ১৬-১৪ ফলে এগিয়ে যান শ্রীকান্ত। শেষ পর্যন্ত গেম এবং ম্যাচও জিতে নেন।

শহরে মদনলাল

■ **প্রতিবেদন :** শুক্রবার স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে সিঙ্গুরের স্বামী বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের উদ্যোগে এক পদযাত্রায় অংশ নিচ্ছেন ভারতের প্রথম বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য মদনলাল। সঙ্গে থাকবেন মনোজ প্রভাকর। আজ কলকাতার ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হবেন আয়োজকরা। উপস্থিত থাকবেন সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম সরকার সহ অন্যান্যরা।

ভুবনেশ্বরে সুপার কাপে একই দিনে নামল দুই প্রধান

ক্লেটনের জোড়া গোলেও কষ্টার্জিত জয় ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গল ৩ (ক্লেটন ২, ক্রেসপো)　হায়দরাবাদ এফসি ২ (রামলুনচুঙ্গা, নিম-পেনাল্টি)

গোলের পর ক্লেটনের উচ্ছ্বাস।

প্রতিবেদন : হায়দরাবাদ এফসিকে ৩-২ গোলে হারিয়ে সুপার কাপ অভিযান শুরু ইস্টবেঙ্গলের। তবে বিদেশিহীন ভাঙাচোরা দল নিয়েও দারুণ লড়ল হায়দরাবাদ। তিন পয়েন্টের জন্য রীতিমতো ঘাম ঝরাতে হল কার্লেস কুয়াদ্রাতের ফুটবলারদের। দু'টি দুর্দান্ত গোল করে ম্যাচের নায়ক ক্লেটন সিলভা।

ক্লেটন, বোরহা, হিজাজি ও পারদো, এই চার বিদেশিকে শুরু থেকেই খেলিয়েছেন কুয়াদ্রাত। প্রথম দশ মিনিটেই ইস্টবেঙ্গলের ২-০ গোলে এগিয়ে যাওয়ার কথা। আট মিনিটে ক্লেটনের ক্রস থেকে নেওয়া নন্দকুমারের ভলি পোস্টে লেগে ফিরে আসে। দু'মিনিট পরেই ফাঁকা গোল পেয়েও বল বারের উপর দিয়ে উড়িয়ে দেন ক্লেটন। ৩৩ মিনিটে অবশ্য বিশ্বমানের গোল করে ক্লেটনই দলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। মহম্মদ রাকিবের ভাসানো সেন্টারে শূন্যে শরীর ছুঁড়ে দিয়ে ডান পায়ের টোকায় বল জালে জড়ান লাল-হলুদের ব্রাজিলীয় স্ট্রাইকার।

যদিও প্রথমার্ধেই সেই গোল শোধ করে দেয় হায়দরাবাদ। ৪৫ মিনিটে গোলটি করেন রামলুনচুঙ্গা। এই গোল হজমের পিছনে দায় এড়াতে পারেন না ইস্টবেঙ্গলের ডিফেন্ডাররা।

বিরতির পর আরও দুই বিদেশি সাউল ক্রেসপো ও জেভিয়ার সিভেরিওকেও মাঠে নামিয়ে দেন লাল-হলুদ কোচ। ৫৩ মিনিটে অসাধারণ ফ্রি-কিক থেকে গোল করে ফের ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন ক্লেটন। পিছিয়ে পড়েও হাল ছাড়েনি হায়দরাবাদ। বরং ওই সময় হায়দরাবাদের গতিময় ফুটবলে বেশ কয়েকবার অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছে লাল-হলুদ রক্ষণকে। ৭৭ মিনিটে পেনাল্টি আদায় করে নেয় তারা। ২-২ করতে ভুল করেননি নিম ভুটিয়া। যদিও নাটকীয়ভাবে পরের মিনিটেই জয়সূচক গোল তুলে নেয় ইস্টবেঙ্গল। বোরহার কর্নার থেকে হেডে বল জালে জড়ান ক্রেসপো। প্রথম ম্যাচে জয় পেলেও, রক্ষণ নিয়ে চিন্তায় কুয়াদ্রাত। লাল-হলুদ কোচের বক্তব্য, ''দুটো গোল হজম করা উচিত হয়েছিল। চোটের জন্য মন্দার খেলতে পারেনি। লালচুনলুঙ্গা জাতীয় শিবিরে। ওরা না থাকায় রক্ষণে কিছুটা ফাঁকফোকর তৈরি হয়েছে। তবে এটা কোনও অজুহাত হতে পারে না।''

মোহনবাগান ম্যাচ

অস্ট্রেলিয়াকে সামলাতে আমরা প্রস্তুত : সুনীল

দোহা, ৯ জানুয়ারি : এশিয়ান কাপে ভারতের প্রথম ম্যাচ শনিবার শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। নিয়মিত বিশ্বকাপ খেলা অস্ট্রেলীয়দের বিরুদ্ধে তৈরি হতে তাদের সাম্প্রতিক খেলার ভিডিও দেখছে ইগর স্টিমাচের দল। অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী ফেডারেশনের ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, অস্ট্রেলিয়াকে নিয়ে খুব বেশি ধারণা তাঁদের না থাকলেও ভিডিও ক্লিপিংস দেখে তৈরি হচ্ছে দল।

প্রস্তুতি সুনীলের।

সুনীল বলেছেন, ''অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের নিয়ে আমাদের খুব বেশি ধারণা ছিল না। প্যালেস্তাইন ও বাহরিনের বিরুদ্ধে ওদের সাম্প্রতিক দু'টি ফ্রেন্ডলির ক্লিপিংস দেখেছি। যে লিগে খেলে ওদের প্লেয়াররা, সেই ম্যাচেরও কিছু ভিডিও ক্লিপ দেখে আমরা তৈরি হয়েছি। এর ফলে টিমের মধ্যে ভয় কেটে গিয়েছে।'' যোগ করেন, ''স্বীকার করছি, অস্ট্রেলিয়া দুর্দান্ত দল। আমরা যে আইএসএলে খেলি, সেখান থেকে ওরা অন্তত দুটো ধাপ এগিয়ে। গ্রুপে উজবেকিস্তানও এগিয়ে আমাদের থেকে। তবে এটুকু বলতে পারি, আমরা ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তৈরি।''

একইসঙ্গে সুনীল জানিয়েছেন, বাবা হওয়ার পর তাঁর মধ্যে শান্তভাব এসেছে। তিনি এখন সুখী ১১ নম্বর। তাঁকে চাপমুক্ত রাখছেন স্ত্রী সোনম। ফলে এশিয়ান কাপে অনেক খোলামনে খেলতে পারবেন।

জিতল ম্যান ইউ

পেনাল্টি থেকে গোল করছেন ব্রুনো।

লন্ডন, ৯ জানুয়ারি : ইংল্যান্ডের তৃতীয় ডিভিশনের দল উইগান অ্যাথলেটিককে ২-০ গোলে হারিয়ে এফএ কাপের চতুর্থ রাউন্ডে উঠল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। চলতি মরশুমটা খুব খারাপ কাটছে ম্যান ইউয়ের। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে ছিটকে গিয়েছে গ্রুপের তলানিতে থেকে। প্রিমিয়ার লিগেও আট নম্বরে নেমে গিয়েছে। এমনকী, লিগের শেষ ম্যাচেও হারের মুখ দেখতে হয়েছিল। তাই উইগানের বিরুদ্ধে জয় স্বস্তি দিচ্ছে এরিক টেন হ্যাগকে। ম্যান ইউ কোচ বলছেন, ''এফএ কাপ নকআউট টুর্নামেন্ট। তাই আপনাকে ম্যাচ জিততেই হবে। নইলে ছিটকে যাবেন। এই ম্যাচের আগেই ফুটবলারদের বলেছিলাম, ম্যান ইউয়ের মতো বড় ক্লাবের জার্সি গায়ে তুললে, চাপ সামলানোর ক্ষমতা রাখতে হবে। আমি খুশি ওরা সেটা মাঠে প্রমাণ করেছে।'' দুর্বল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ম্যাচের শুরু থেকেই দাপট দেখিয়েছেন টেন হ্যাগের ফুটবলাররা। ২২ মিনিটেই দিয়েগো দালোতের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল ম্যান ইউ। মার্কাস র‍্যাশফোর্ডের বাড়ানো বলে বক্সের বাইরে থেকে জোরালো শটে গোল করেন দালোত। ৭৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ২-০ করেন ব্রুনো ফার্নান্দেজ। সুযোগ নষ্ট না করলে, ম্যাচটা আরও বড় ব্যবধানে জিততে পারতেন র‍্যাশফোর্ডরা।

শামি অর্জুন হওয়ায় বিরাট কোহলি লিখলেন, মুবারক হো লালা

কেকেআর-স্বস্তি

প্রতিবেদন : অবশেষে আইপিএলে খেলার ছাড়পত্র পেলেন মুজিব উর রহমান। যা কলকাতা নাইট রাইডার্সকে স্বস্তিতে রাখবে। আফগান স্পিনারকে ২ কোটি টাকায় কিনেছিল কেকেআর শিবির। অন্যদিকে নবীনকে ধরে রেখেছে লখনউ সুপার জায়ান্টস, ফজল রয়েছেন সানরাইজ হায়দরাবাদে। বিভিন্ন দেশের টি-২০ লিগে খেলার জন্য আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের বার্ষিক চুক্তিতে সই করতে চাননি মুজিব উর রহমান, নবীন উল হক এবং ফজল হক ফারুকি। তাই এই তিন ক্রিকেটারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল বোর্ড। তবে অনুমতি পেলেও বোর্ডের তরফ থেকে মুজিবদের বেতন কেটে নেওয়া হয়েছে।

বিস্ফোরক প্রবীণ

মুম্বই : প্রাক্তন ক্রিকেট কর্তা ললিত মোদির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ সামনে আনলেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার প্রবীণ কুমার। ললিত মোদি তাঁর কেরিয়ার শেষ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন বলে দাবি করেছেন তিনি। প্রবীণ বলেছেন, ‘‘আইপিএলে দিল্লি ডেয়ারডেভিলসে খেলতে চাওয়ার কথা আমি ললিত মোদিকে বলেছিলাম। কিন্তু ব্যাঙ্গালোরে সই করতে আমায় বাধ্য করা হয়। ললিত মোদি আমায় ফোনে হুমকিও দেন যে আরসিবির জার্সিতে না খেললে আমার কেরিয়ার শেষ করে দেওয়া হবে।’’ প্রবীণ যোগ করেন, ‘‘আমি ব্যাঙ্গালোরের হয়ে খেলতে চাইনি। ইংরেজি বেশি জানতাম না, ওখানকার খাবারও আমার পছন্দ ছিল না।’’

নেতৃত্বে সিন্ধু

নয়াদিল্লি : এশীয় ব্যাডমিন্টন টিম চ্যাম্পিয়নশিপে কোর্টে ফিরছেন পিভি সিন্ধু। চোটের জন্য দীর্ঘদিন কোনও টুর্নামেন্ট খেলেননি সিন্ধু। দু’বারের অলিম্পিক পদকজয়ী ভারতীয় শাটলারের গত বছরটা কেটেছে দুঃস্বপ্নের মতো। তাই এই টুর্নামেন্ট সিন্ধুর কাছে ঘুরে দাঁড়ানোর মঞ্চ। মঙ্গলবার ভারতীয় পুরুষ এবং মহিলা দল ঘোষণা করেছে সর্বভারতীয় ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন। মেয়েদের নেতৃত্ব দেবেন সিন্ধু। ছেলেদের নেতা এইচ এস প্রণয়। এছাড়া দলে রয়েছেন লক্ষ্য সেন এবং তাঁর ভাই চিরাগ সেন, কিদাম্বি শ্রীকান্ত, সাত্ত্বিকসাইরাজ রাংকিরেড্ডি, চিরাগ শেঠি, ধ্রুব কপিলা, এম আর অর্জুন, গায়ত্রী গোপীচাঁদ, তৃষা জোলিরা।

পেলেন অর্জুন, ইংল্যান্ড সিরিজে আশায় শামি

শামির হাতে অর্জুন পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি : মহম্মদ শামি যে এবার অর্জুন পুরস্কার পাচ্ছেন, সেটা আগেই জানা ছিল। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে ভারতীয় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ক্রীড়া সম্মান অর্জুন পুরস্কার গ্রহণ করলেন বাংলার পেসার। সব মিলিয়ে মোট ২৬ জন ভারতীয় ক্রীড়াবিদ এবার অর্জুন পুরস্কার পেলেন।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন টেস্ট সিরিজে শামির খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। বোর্ড সূত্রের খবর, শামি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠলেও, এখনও নেটে বল করার অনুমতি দেননি চিকিৎসকরা। এই পরিস্থিতিতে বেন স্টোকসদের বিরুদ্ধে প্রথম দু’টি টেস্টে ভারতীয় জোরে বোলারের খেলা কার্যত অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে শামির বক্তব্য, ‘‘আমি চেষ্টা করছি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের আগে ফিট হয়ে ওঠার। তবে পুরোপুরি সুস্থ না হয়ে মাঠে ফেরাটা বড় ঝুঁকি হয়ে যাবে। আশা করছি, তৃতীয় টেস্টের আগেই ফিট হয়ে যাব।’’

একদিনের বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি। কয়েক মাস পরেই শুরু হচ্ছে টি-২০ বিশ্বকাপ। শামির গলায় অবশ্য অভিমানের সুর। তিনি বলছেন, ‘‘টি-২০ ম্যাচে আমাকে নেওয়া হবে কি না বুঝতেই পারি না। তবে বিশ্বকাপের আগে আইপিএল রয়েছে। সেখানে পারফর্ম করতে চাই। তারপর যদি নির্বাচকরা মনে করেন আমাকে দলে রাখবেন, তাহলে আমি তৈরি।’’

অর্জুন পুরস্কার পেয়ে আবেগে ভেসে গিয়েছেন শামি। তিনি বলেন, ‘‘এই মুহূর্তকে ভাষায় ব্যাখ্যা করা কঠিন। আমি শুধু বলব, স্বপ্ন সত্যি হল। এই পুরস্কার আমার জীবনের সবথেকে বড় প্রাপ্তি। একই সঙ্গে কঠিন পরিশ্রমের ফসল।’’ শামি আরও যোগ করেন, ‘‘অনেক ক্রীড়াবিদ বহু চেষ্টা করেও অর্জুন হতে পারেন না। গোটা জীবন কেটে যায়। আমি পেরেছি। এটা ভেবেই গর্ববোধ করছি। আমার কাছে এই পুরস্কার বড় সম্মান।’’

নিউল্যান্ডস পিচ নিয়ে তোপ আইসিসির

দুবাই, ৯ জানুয়ারি : কেপ টাউনে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে তৃতীয় টেস্টের উইকেট নিয়ে কম চর্চা হয়নি। মাত্র ৬৪২ বল স্থায়ী হয়েছিল ইতিহাসের ‘ক্ষুদ্রতম টেস্ট’। অসমান বাউন্সের উইকেট নিয়ে ম্যাচ শেষে দুই শিবিরই অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল। এবার আইসিসি-র তরফেও জানিয়ে দেওয়া হল, নিউল্যান্ডসের পিচ সন্তোষজনক ছিল না।

নিউল্যান্ডসের উইকেটকে ‘অসন্তোষজনক’ আখ্যা দিয়ে আইসিসি ম্যাচ রেফারি ক্রিস ব্রড বিবৃতিতে বলেছেন, ‘‘পিচ ব্যাটিংয়ের জন্য খুবই কঠিন ছিল। বল হঠাৎ লাফিয়ে উঠেছে। কিছু ক্ষেত্রে যা খুবই বিপজ্জনক ছিল। দেড়দিনের ম্যাচে সারাক্ষণ সতর্ক থাকতে হয়েছে

ব্যাটারদের। এমন পিচে শট খেলা কঠিন ছিল। অনেক ব্যাটারই গ্লাভসের উপর আঘাত পেয়েছে। ফলে হাতে চোট পেয়েছে অনেকে। অসমান বাউন্সের কারণে বেশ কিছু উইকেট পড়েছে।’’ পিচ নিয়ে অসন্তোষের রেটিং দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা বোর্ডকে একপ্রকার বার্তা দিল আইসিসি। নিউল্যান্ডসের পিচকে ‘অসন্তোষজনক’ রেটিং দেওয়ার অর্থ, সঙ্গে এক ডিমেরিট পয়েন্টও দেওয়া হল। পাঁচ বছরের জন্য এই পয়েন্ট থাকবে। ৬ ডিমেরিট পয়েন্ট হলে সেই ভেনুকে নির্বাসিত করতে পারে আইসিসি।

রোহিত ঘূর্ণি পিচে ব্র্যাডম্যান

প্রশংসায় পানেসর

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি : ইংল্যান্ড দলের ভারত সফরে আসার আগে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মার ভূয়সী প্রশংসা করলেন মন্টি পানেসর। তিনি ঘূর্ণি পিচে ডন ব্র্যাডম্যানের সঙ্গে তুলনা করলেন রোহিতের!

ইংল্যান্ডের প্রাক্তন স্পিনারের বক্তব্য, ‘‘ভারতে টেস্ট সিরিজ জেতার চাবিকাঠি হচ্ছে রোহিত শর্মা। ওর সব রেকর্ড অবিশ্বাস্য। শুরুতেই ওকে প্যাভিলিয়নে ফেরাতে পারলে টেস্ট সিরিজে এগিয়ে থাকবে ইংল্যান্ড। রোহিত ঘূর্ণি পিচে ব্র্যাডম্যানের মতো।’’ পানেসর আরও বলেছেন, ‘‘ভারতও এখন ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলে। তাই রোহিতকে যদি ইংল্যান্ড শান্ত রাখতে পারে তাহলে ভারত প্ল্যান বি নিয়ে নামবে। তখন ভারতের তরুণ ব্যাটারদের চাপে ফেলা যাবে।’’

ভারতীয় অফস্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে নিয়েও নিজের মতামত জানিয়েছেন পানেসর। তিনি বলেছেন, ‘‘অশ্বিন হচ্ছে অ্যাপের মতো। ছয়মাস ছাড়া নিজেকে আপডেট করতে থাকে। ওর বোলিংয়ের বৈচিত্র দেখে আমি এখনও শিখি। অশ্বিন, ঘরের মাঠে ভারতের সেরা একজন বোলার। না হলে ঘূর্ণি পিচে এতগুলো উইকেট নেওয়া সম্ভব নয়।’’

মেয়েদের ম্যাচ

আত্মজীবনীতে চমক থাকবে : ওয়ার্নার

সিডনি, ৯ জুন : টেস্ট জীবন শেষ করার পরই ডেভিড ওয়ার্নার জানিয়েছিলেন, তিনি কোচিংয়ে আসতে চান। এবার শুনিয়ে রাখলেন, আগামী দিনে তাঁর আত্মজীবনী প্রকাশিত হবে এবং সেখানে অনেকের ভ্রু কোঁচকানোর মতো উপাদান মজুত থাকবে।

একটি পডকাস্টে অ্যাডাম গিলক্রিস্ট এবং প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক মাইকল ভনের সঙ্গে আলাপচারিতায় ওয়ার্নার বলেছেন, ‘‘অবশ্যই আমার আত্মজীবনী প্রকাশ পাবে। তার জন্য আরও অপেক্ষা করতে হবে। এটা বলতে পারি, আত্মজীবনীতে আকর্ষণীয় কিছু থাকবে।’’

অস্ট্রেলীয় ওপেনার বিতর্কেও কম জড়াননি। তবে সব কিছুকে ছাপিয়ে যায় ‘স্যান্ডপেপার গেট’ বা বল বিকৃতিকাণ্ড বিতর্ক। ওয়ার্নারের কেরিয়ারের কলঙ্কিত অধ্যায় জায়গা পাবে তাঁর আত্মজীবনীতে। অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি ব্যাটার বলে দিলেন, ‘‘স্যান্ডপেপার বিতর্ক অবশ্যই বইতে থাকবে। ভ্রু কুঁচকে যাওয়ার মতো অনেক কিছু উপাদানই থাকবে। তাছাড়া আমার তরফের গল্পটা তো বলা প্রয়োজন।’’ ওয়ার্নারকে আবার সেরা বলতে চান না অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন কোচ জন বুকানন। বর্ষীয়ান কোচের মতে, ডন ব্র্যাডম্যান, গ্লেন ম্যাকগ্রা, শেন ওয়ার্ন গ্রেট। কিন্তু ওয়ার্নার মোটেই তা নন।

মাঠে ময়দানে

10 January, 2024 • Wednesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কাইজার স্মরণ হোক ব্রায়ার্নের মাঠেই। দাবি সতীর্থ রুমেনিগের

ঘুমোও কাইজার

কিংবদন্তির প্রয়াণে শোকস্তব্ধ দুনিয়া

মিউনিখ, ৯ জানুয়ারি : ফ্রাঞ্জ বেকেবাওয়ারের প্রয়াণে শোকে ভাসছে গোটা ফুটবল দুনিয়া। জার্মান কিংবদন্তির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই একে একে শোক প্রকাশ করেছেন লিওনেল মেসি, গ্যারি লিনেকার, টমাস মুলার, রুডি ভয়েলারদের মতো বর্তমান এবং প্রাক্তন তারকারা। বাদ যাননি ফিফা সভাপতি জিওভান্নি ইনফান্তিনোও।

মেসি নিজের ইনস্টাগ্রামে বেকেনবাওয়ারের খেলোয়াড় জীবনের ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, ‘‘শান্তিতে ঘুমান।’’ মেসির জাতীয় দলের সতীর্থ নিকোলাস তালিয়াফিকো জার্মান কিংবদন্তির একটি পুরনো ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, ‘‘ইতিহাসের অন্যতম সেরা ডিফেন্ডার। শান্তিতে ঘুমান কাইজার।’’ ইংল্যান্ডের প্রাক্তন স্ট্রাইকার লিনেকার বলেছেন, ‘‘ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ারের মৃত্যুর খবরে গভীরভাবে শোকাহত। কাইজার ছিলেন ফুটবলারদের মধ্যে সবথেকে সুন্দর। নিজের খেলা দিয়ে গোটা বিশ্বের মন জয় করেছিলেন।’’

ফিফা সভাপতি ইনফান্তিনো এক শোকবার্তায় জানিয়েছেন, ‘‘কাইজার ছিলেন অসাধারণ এক ব্যক্তিত্ব। ফুটবলের জন্য নিবেদিতপ্রাণ এবং সত্যিকারের কিংবদন্তি। আমরা কোনওদিন তোমায় ভুলব না। ফুটবলের প্রতি বিশাল অবদানের জন্য ধন্যবাদ।’’ প্রাক্তন জার্মান তারকা ভয়েলার বলেছেন, ‘‘কাইজারের সান্নিধ্য পাওয়া আমার জীবনের সেরা প্রাপ্তিগুলোর অন্যতম। আমরা একসঙ্গে জাতীয় দলে সময় কাটিয়েছি। ১৯৯০ বিশ্বকাপ জিতেছি। ওঁর কোচিং ছাড়া আমরা সেবার কাপ জিততে পারতাম না। জার্মান ফুটবল তার সেরা ব্যক্তিত্বকে হারাল। আমি হারালাম এক অসাধারণ বন্ধুকে।’’ জার্মান ফুটবল ফেডারেশনের সহ-সভাপতি হান্স ওয়াৎজকে শোকপ্রকাশ করে বলেছেন, ‘‘ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার অবশ্যই জার্মানির সর্বকালের সেরা ফুটবলার। সবথেকে বড় কথা, উনি আমার দেখা অন্যতম সেরা মানুষ।’’

জার্মান যোদ্ধাকে অনুসরণ করতাম

সৈয়দ নইমুদ্দিন

ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ারের মৃত্যুসংবাদ আমাদের মতো ফুটবলারদের নাড়িয়ে দিয়েছে। এত শক্তিশালী ফুটবলার আমি বিশ্ব ফুটবলে দেখিনি। অনেকে বলবেন, বিশ্বের সর্বকালের সেরা ডিফেন্ডার। কিন্তু আমার কাছে বেকেনবাওয়ার শুধু ডিফেন্ডার নন, সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলারও। একজন জার্মান যোদ্ধা যাকে ফুটবলবিশ্ব মিস করবে।

আমাদের সময় টিভি, ইন্টারনেট ছিল না। ভিডিও ক্যাসেট জোগাড় করেই সেরা তারকাদের খেলা দেখতে হত। ইস্টবেঙ্গলে খেলার সময় জ্যোতিষদা (গুহ) আমাদের বলতেন, ‘‘তোরা কাইজারের খেলা দেখ, শেখার চেষ্টা কর। মাঠে যোদ্ধার মতো খেলতে হবে।’’ নিজে ডিফেন্ডার ছিলাম বলেই আমি কাইজারের মতো খেলতে চাইতাম। কিন্তু ঈশ্বর তো আমাকে ওঁর মতো প্রতিভা দেয়নি। কিন্তু যেটা অনুসরণ করার চেষ্টা করতাম সেটা হল, কাইজারের শৃঙ্খলা, নেতৃত্বগুণ, বরফশীতল মস্তিষ্ক, পাসিং, ওভারল্যাপিং এবং মাঠে ওঁর মতো ছটফটানি। লিবেরো পজিশনে খেলেও মাঠে ব্যান্ডমাস্টারের ভূমিকা পালন করতেন। রক্ষণ করা মানে শুধু কভারিং, ট্যাকলিং, স্ন্যাচিং বা বল ক্লিয়ার করে দেওয়া নয়, সেটা প্রথম দেখিয়েছিলেন কাইজার। দলের রক্ষণ সামলে আক্রমণে উঠতেন, নিখুঁত পাস বাড়িয়ে খেলা তৈরি করতেন, আবার স্ট্রাইকারকেও গোলের পাস বাড়াতেন। আসলে মাথা দিয়ে ফুটবলটা খেলতেন।

দাবার বোর্ডেও সাবলীল বেকেনবাওয়ার।

সব থেকে বড় কথা, জার্মানদের ফুটবলে হার-না-মানা যে লড়াইয়ের কথা আমরা জানি, সেটা প্রথম বেকেনবাওয়ারের নেতৃত্বেই দেখি। একটা লোক লিবেরো হিসেবে খেলেও শুধু ডিফেন্স লাইনকে নেতৃত্ব দেননি, গোটা দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাই আমার কাছে তিনি একজন ডিফেন্ডার, মিডফিল্ডার, অ্যাটাকারও। এত ওয়ার্কলোড নিয়ে খেলেও কী ঠান্ডা মাথায় এবং শৃঙ্খলা বজায় রেখে নিজের কাজটা মাঠে করতেন। এগুলোই আমাদের কাছে শেখার ছিল। আর একটা বেকেনবাওয়ার বিশ্ব ফুটবলে আসবে না। সবাই পেলে, মারাদোনার কথা বলেন। আমার কাছে কাইজার জার্মান ফুটবলের পেলে-মারাদোনা। জার্মানরাও যে তাই বলেন।

পেলে-ম্যাচে না খেলার আফসোস যাবে না

পেলের মূর্তির সামনে দুই সম্রাট।

মানস ভট্টাচার্য

৭৩-এ কলকাতা ময়দানে পা রাখি। আর পরের বছরই ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ারের নেতৃত্বে জার্মানি বিশ্বকাপ জিতল। বুঝতেই পারছেন, তখন আমাদের সামনে বেকেনবাওয়ার সুপার হিরো। এখন যারা ফুটবল খেলছে, তাদের সামনে যেমন মেসি-রোনাল্ডো।

একটা লোক শুরু করেছিল সেন্টার ফরোয়ার্ড ফুটবলার হিসেবে। পরে ডিফেন্ডার হিসেবে দুনিয়া কাঁপাল। অসাধারণ প্রতিভা না থাকলে এটা সম্ভব হত না। ওই সময়ের জার্মান ডিফেন্স একরকম দুর্ভেদ্যই ছিল। আর এই ডিফেন্সের নেতৃত্ব দিতেন বেকেনবাওয়ার। খেলা তৈরিও করতেন। উপরে উঠে প্রচুর গোল করেছেন। ফুটবলে লিবেরো ব্যাপারটাই এসেছিল ওঁকে দেখে। কত ম্যাচে বেকেনবাওয়ার উপরে গিয়ে গোল করে নিজের জায়গায় ফিরে এসেছেন।

ফুটবলার ও কোচ হিসাবে জার্মানিকে বিশ্বকাপ দিয়েছেন তিনি। দুই ভূমিকায় এত সফল বোধহয় আর কেউ নয়। বেকেনবাওয়ারের মধ্যে একটা রাজকীয় স্টাইল ছিল। লোকে মুগ্ধ হয়ে দেখত। কাইজার নামটা দিব্যি মানিয়ে গিয়েছিল ওঁর সঙ্গে। ফুটবলার হিসাবে সতীর্থদের সঙ্গে যেমন মিশে যেতে পারতেন, তেমনই ম্যানেজার হিসেবেও অক্লেশে সবার সঙ্গে মিশতে পারতেন। ম্যান ম্যানেজমেন্ট ব্যাপারটা ছিল বেকেনবাওয়ারের সহজাত। বন্ধুর মতো মিশে সবার থেকে সেরাটা বের করে আনতে পারতেন।

আমাদের গৌতম সরকারকে কলকাতা ময়দানের বেকেনবাওয়ার বলা হত। গৌতমও মাঠজুড়ে খেলত। বেকেনবাওয়ারকে দেখেছি আক্রমণ রুখেই পাল্টা আক্রমণে উঠে যেত। কমপ্লিট ফুটবলার বলতে যা বোঝায়, বেকেনবাওয়ার ছিল তাই। আমরা যারা তখন ফুটবল খেলছি, বেকেনবাওয়ার বলতে পাগল ছিলাম। খেলা ছাড়ার অনেক পরেও ওকে দেখেছি, কী সুন্দর শান্ত-সৌম্য চেহারা রেখেছেন।

ফিফার সঙ্গে বেকেনবাওয়ারের সম্পর্ক ভাল ছিল না, এটা সবার জানা। এজন্য ২০১৮ ও ২০২২ বিশ্বকাপে তাঁকে বিশ্বকাপ চত্বরে দেখা যায়নি। আমার এবং সমসাময়িক কয়েকজন ফুটবলারের বেকেনবাওয়ারকে নিয়ে আফসোস অন্য কারণে। কসমস ক্লাবের হয়ে তাঁর কলকাতায় খেলার কথা থাকলেও তিনি আসেননি। ফলে পেলে, কিনালিয়ার মতো মহাতারকাদের সংস্পর্শে আসতে পারলেও বেকেনবাওয়ারের সঙ্গে খেলা হয়নি। এই আফসোস কখনও যাবে না।